তৃণমূল
আমার আপনার বাংলার

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়েবসাইট www.aitmc.org

আপনার প্রতীক

বর্ষ — ১৫ সংখ্যা — ২০ (সাপ্তাহিক) • ২৯ মার্চ ২০১৯ থেকে ৪ এপ্রিল ২০১৯ • ১৪ চৈত্র ১৪২৫ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্থাঁ হামারা

দেশ গড়ার ইস্তাহার

আমরা সবাই দেশের পক্ষে, মোদীর পক্ষে নই
মানুষের স্বার্থে বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও

মমতার আবেদন

আমার সমস্ত মা-ভাই-বোনেদের জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম, সালাম, জোহার, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাসহ অন্যান্য অনেক রাজ্যেও শুভ নববর্ষ আসছে, রমজান মাসও আসছে। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে জানাই শুভ নববর্ষ ও আগাম রমজান মুবারক।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা দেশ ও দশের স্বার্থে জীবন করেছেন বলিদান, বীর শহিদ জওয়ান থেকে শুরু করে অনেক সাধারণ মানুষও প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

এই মুহূর্তে গোটা ভারত এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কারণ শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন ২০১৯। এইবারের লোকসভা নির্বাচন শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষিত থেকে নয়, একই সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণের নিরিখেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আগামী প্রজন্মের কাছে কেমন ভারত উপস্থিত হবে তার অনেকটাই নির্ধারণ করতে পারে এই লোকসভা নির্বাচন।

এই কথাগুলো এত জোর দিয়ে বলা যায় কারণ গত ৫ বছর আমরা এক বদলে যাওয়া ভারতকে প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই বদল ঘটেছে শাসকদল বিজেপি-র সৌজন্যে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসেছিল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। দেশে 'আচ্ছে দিন' নিয়ে আসার আসার প্রতিশ্রুতি ছিল তাদের। কিন্তু এই শাসনামলে আমরা কী দেখলাম? আচ্ছে দিন তো দূরের কথা, দেশ এগিয়ে চলেছে সর্বনাশের দিকে। ভারত শুধুমাত্র একটি দেশের নাম নয়। এক ধরনের ভাবধারা, জীবনবোধের কথাও নির্দেশ করে ভারত। আর এই ভাবধারা বা জীবনবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিছু গুণাবলির নিরিখে। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতের ওই চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে নষ্ট করে দিয়ে এক ভিন্ন ভারত তৈরি করতে উদ্যত হয়েছে।

আমাদের দেশ আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এই গণতন্ত্রের মূল প্রোথিত আছে, ভারতের প্রাচীন দর্শনে, ভারতের চিরকালীন ঐতিহ্যে। বেদ-উপনিষদের মধ্যে বহুত্বের যে স্বীকৃতি, তারই পরম্পরা রক্ষিত হয়েছে পরবর্তীতে সম্রাট অশোক এবং আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায়।

তাছাড়া পাশ্চাত্যে, যেখানে ভিন্নদের দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেদের নিজস্বতা রক্ষার তাগিদ দেখা যায়, সেখানে ভারতে বরাবর ভিন্নতা সত্ত্বেও অন্যকে আপন করে নিয়ে, তার সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিদ্যমান। অর্থাৎ, কাউকে পর করে ভাবা নয়, বরং সবাইকে আপন করে নেওয়াই ভারতের মূলমন্ত্র। ভারতবর্ষ আমাদের শিখিয়েছে অহিংসার বাণী। বিভেদ ও হিংসা নয়, বরং ভারতের মর্মমূলে সব সময় কাজ করেছে সমাজের মঙ্গল, বিশ্ব মানবতার মঙ্গল। এই ভারতেই বড়ু চণ্ডীদাস ঘোষণা করেছিলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। এই ভারতেই ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে কবীর জয়গান গেয়েছিলেন মানবতার। এই ভারতেই মানুষ সাধনার কথা বলে গিয়েছেন লালন। একই বার্তা আমরা পাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর কথাতেও। দুয়ের পাতায়

■ ইস্তাহার প্রকাশ করছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ।

বিজেপিকে ভোটেই জবাব দেবে মানুষ : মমতা

তৃণমূলের ইস্তাহার প্রকাশ করার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই লোকসভা নির্বাচনে দলের কর্মসূচি, বক্তব্য তুলে ধরলেন জননেত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রতিটা রাজ্যের নিজস্ব কিছু বিষয় থাকে। কিছু সেন্টিমেন্ট থাকে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটা অ্যাজেন্ডা আছে। তেমনই প্রতিটা রাজ্যেরও কিছু কিছু অ্যাজেন্ডা আছে। প্রতিটা রাজ্য নিজের মতো ইস্তাহার করে। যেহেতু আমরা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া গঠন করব, ঐক্যবদ্ধ ভারতের ছবি হবে সেটা। সেহেতু একটা ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে সরকার হবে। সবার সঙ্গে আলোচনা না করে একার মত সবার উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। এটা কাম্য নয়। এটা আমাদের দলের মত। বাদবাকি সর্বভারতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি হলে সবাই মিলে বসে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি করব। সেখানে আমরা সর্বভারতীয় ইস্যুগুলোকে রাখব। রাজ্যের ইস্যুও থাকবে।

এই ইস্তাহার আমরা বিভিন্ন ভাষায় করেছি। বাংলা, হিন্দি, অলচিকি, উর্দু-সহ নানা ভাষায়। কিছু ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। দার্জিলিং, জঙ্গলমহল, ছাত্র-যুব, মহিলা সংরক্ষণ, কৃষক, শ্রমিক, তফসিলি জাতি-উপজাতি, সর্বধর্ম সমন্বয়, একতা, সংহতি, সংস্কৃতি, শিল্প সব কিছুকেই আমরা গুরুত্ব দিয়ে রেখেছি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আগে দেখা যাক। নোটবন্দি কার স্বার্থে হয়েছিল? কেন হয়েছিল? আমাদের দাবি থাকবে তদন্ত করার। সুপ্রিম কোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়ে এই তদন্ত করা হোক। কত টাকা দেশের বাইরে গিয়েছে। কার কালো টাকা সাদা হয়েছে সব দেখা হবে। ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি যখন তৈরি হবে, এই দাবি আমরা রাখব।

দেশের ছাত্র-যৌবনকে বেশি করে কর্মসংস্থান দেওয়া আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। ২০১৭-১৮-তে দেখেছেন, কর্মসংস্থান তৈরি হওয়া তো দূরের কথা, দু'কোটি মানুষ চাকরি হারিয়েছে। বাংলায় আমরা গর্ব করে বলতে পারি, আমরা ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান বাড়িয়েছি।

■ ইস্তাহার প্রকাশের পর সাংবাদিক বৈঠকে।

তফসিলি জাতি-উপজাতি, সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসন পূর্ণ করার উপর জোর দেওয়া হবে। তাদের চাকরি থেকে শুরু করে ব্যাকলগ স্পেশাল ডাইভ হবে।

কৃষকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলায় ইতিমধ্যে সেই ব্যবস্থা হয়েছে। জমির মিউটেশন ফি মকুব করা থেকে শুরু করে, শস্যবীমা, কম দামে যাতে শস্য বিক্রি করতে তারা বাধ্য না হয় সবটা করে দেওয়া হয়েছে। কৃষক মৃত্যুর উপরও পরিষেবা আছে। সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাতেই কৃষকদের ইনকাম বেড়েছে তিনগুণ। কেন্দ্র সরকার বড় বড় কথা বলে। অথচ, তাদের কৃষিকর্মণ পুরস্কার বারবার বাংলা পেয়েছে। রাজনীতির কারণে যা ইচ্ছা বলে যাবে, সেটা ঠিক নয়। যেখানে দেশে প্রায় ১২ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আমরা মনে করি কৃষক কল্যাণে ভাল প্যাকেজ করা উচিত।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার দিক দেখা হবে। বাংলায় ৯০ লক্ষ শ্রমিককে নিয়ে এই কর্মসূচি নিয়েছি। তারা ২৫ টাকা দিলে আমরা ২৫ টাকা দিই। পেনশন, মেয়ের বিয়ে, শিক্ষার জন্য টাকা পায়। এটা আমরা ইতিমধ্যে করেছি। মোদিবাবুর মতো নির্বাচনের আগে ভাষণ দিয়ে নয়। এটা আমরা করেছি। ওরা করে না। বলে, কিন্তু করে না। ১৫ লক্ষ টাকা করে দেবে বলেছিল। কালো টাকা বিদেশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দেবে বলেছিল। আজ পর্যন্ত দিয়েছে?

নয়ের পাতায়

১২ দফা

১. নোটবন্দি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হবে। সুপ্রিম কোর্টের কোনও প্রাক্তন বিচারপতির মাধ্যমেই এর তদন্ত হবে।

২. জিএসটির পিছনে মূল ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত যেভাবে জিএসটি প্রয়োগ করেছে তাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতা বিপর্যস্ত। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ, ক্রেতা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলি যাতে উপকৃত হয়, তার জন্য জিএসটির পুনর্মূল্যায়ন।

৩. ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে ২০০ দিনে রূপান্তর। মজুরির পরিমাণ হবে দ্বিগুণ।

৪. নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তৈরি প্ল্যানিং কমিশনকে বিজেপি তুলে দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সমৃদ্ধ করতে প্ল্যানিং কমিশন ফিরিয়ে আনা হবে।

৫. দেশের ছাত্র ও যুবক-যুবতীদের আরও বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

৬. তফসিলি জাতি ও উপজাতি (সংখ্যালঘু-সহ) মানুষদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিটি আসন পূর্ণ করতে বিশেষ নজর।

৭. কৃষকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও জীবিকা নির্বাহের সুবন্দোবস্ত করা। কৃষকরা কম দামে উৎপাদিত শস্য যাতে বিক্রি করতে বাধ্য না হন, সেদিকে নজর দেওয়া।

৮. অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণে সামাজিক সুরক্ষা প্রদান।

৯. নারীদের ক্ষমতায়নের দিকে নজর দেওয়া।

১০. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ।

১১. দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে খেলাধুলো-সহ সমস্ত সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে উৎসাহ দেওয়া।

১২. দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে নজর দেওয়া। শিল্প, কৃষি, পরিষেবায় উন্নয়ন করা।

আমরা সবাই দেশের পক্ষে, মোদীর পক্ষে নই, মানুষের স্বার্থে বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও

মমতার আবেদন

একের পাতার পর

ধর্মীয় ভেদাভেদের পরিবর্তে ধর্মীয় সমন্বয় এবং তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সহ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন মহাত্মা গান্ধীও। সুতরাং আবহমান কাল ধরেই ভারতের এই পুণ্যভূমি বৈচিত্রকে ধারণ করে জয়গান গেয়েছে মানুষের, মানবতার। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়সাধনই ভারতের প্রাণস্বরূপ। ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে তার বৈচিত্র এবং বহুত্ববাদকে দিয়েই বুঝতে হবে। কিন্তু বিজেপি শাসনে গত পাঁচ বছরে আমরা দেখেছি ভারতের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এই অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে পড়েছে। বিজেপি সরকারের শাসনামলে ভারতের এই অনন্য চরিত্রকে মুছে দিয়ে সংকীর্ণ এক ভারত নির্মাণের অপচেষ্টা লক্ষ করেছি আমরা। এখানে বিরুদ্ধ মতের কোনও জায়গা নেই আর। শাসকের কথার সঙ্গে একমত হতে হবে সবাইকে, আর একমত না হলেই তার উপরে নেমে আসবে শাসকদলের হামলা, রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণ। শাসক এই মহান দেশকে সৃষ্টির পরিবর্তে ক্রমাগত ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের দিকে। ভারতকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন আগামীর দিকে। দেশের যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই আজ বর্তমান ভারত নিয়ে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। ভারতবর্ষের যে চিরকালীন ঐতিহ্য ও গৌরব তাকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রতিহত করতে হবে বিজেপি-কে। আগামী লোকসভা নির্বাচন তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে ভারতের গৌরব রক্ষারও পরীক্ষা।

বহুত্ববাদী এই ভারত গোটা বিশ্বের কাছে সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের কারণেও। এই ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের সংবিধানেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এই ধর্মনিরপেক্ষতার সূত্রও লুকিয়ে আছে বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে সম্রাট অশোক, আকবরের মতবাদের মধ্যে। ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ঐতিহ্যের আরেকটি বড় দিক। যত মত তত পথ-এর এই ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করেছে সম্প্রীতির দৃষ্টান্তকে তুলে ধরে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পতাকা তুলে ধরে আধুনিক বিশ্বের কাছে মানবতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুনানক, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ড. আম্বেদকর, অ্যানি বেসান্তের মতো মহাপুরুষেরা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে জওহরলাল নেহরু সেই সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা তুলে ধরেছেন আরও ঊর্ধ্বে। কিন্তু বিজেপি শাসনামলে এই অহিংসা, সম্প্রীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ভারত ক্রমশ বদলে গিয়ে পরিণত হয়েছে হিংসা, হানাহানি এবং ধর্মীয় মৌলবাদের মুক্তক্ষেত্রে। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে ভারতের এই বহুত্ববাদী প্রাণকে নষ্ট করে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্তে নেমেছে শাসক ও তার দলবল। তারা বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতির বিবিধতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে একমাত্রিক ভারত নির্মাণের চক্রান্তে নেমেছে। তারা উদার ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে ধ্বংস করে তাকে একটি সংকীর্ণ দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে যেখানে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে মৌলবাদীরা।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের আমলে নতুন করে হাওয়া পেয়েছে এতদিন ধরে ভারতকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির চক্রান্ত। তারা যদি সফল হয় তবে ভারত তার ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, বহুত্ববাদী চরিত্র হারিয়ে পরিণত হবে সংকীর্ণ, একমাত্রিক, একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে। আর তার জন্যই এই অপশক্তি গান্ধীজির অহিংস ভারতে নামিয়ে এনেছে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও হানাহানির রক্ত প্রলেপ। নরেন্দ্র মোদীর শাসনামলে গোটা দেশ জুড়ে বিজেপি ও তার সঙ্গী-সাথীরা এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছে যেখানে সব কিছুই নির্ধারিত হবে তাদের দেখানো পথে। তারাই ঠিক করে দেবে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা, তারাই দাগিয়ে দেবে কারা দেশদ্রোহী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে দেশের জাতীয় পতাকা বা সংবিধান এই কোনও কিছুর উপরেই আস্থা ছিল না ওই মৌলবাদী শক্তিদের। কিন্তু বিজেপি শাসনে দেশ জুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এই বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তিরা। বহুত্ববাদী ভারতের মহান আদর্শকে কালিমালিপ্ত করে তারা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। গান্ধীজির অহিংস এই ভারতে তারা নামিয়ে আনতে চেয়েছে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসার কালো মেঘ।

২০১৭ সালে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে যতগুলি পশুহত্যা ঘিরে কোনও মানুষের উপরে উন্মত্ত জনতার আক্রমণ ঘটেছে তার ৯৭ শতাংশই হয়েছে শেষ ৩ বছরে। যেখানে ৬৩টি এমন ঘটনার মধ্যে ৬১টি ঘটনাই ঘটেছে গো-রক্ষক বাহিনীর হাতে। এই তথ্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, উন্মত্ত জনতার হাতে মানুষ খুনের নতুন যে প্রবণতা তা সব থেকে বেশি করে দেখা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে। এ কথাও মাথায় রাখতে হবে যে এই ধরনের ঘটনার বেশির ভাগটাই ঘটেছে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে।

আরও তাৎপর্যের বিষয় হল সবগুলো ক্ষেত্রেই অপরাধীরা মৌলবাদী শক্তিদের কাছে পেয়েছে বীরের মর্যাদা। আমার কাছে এই নৃশংস ঘটনাগুলো যতটা ভয়ের তার থেকেও বড় ভয় হল এই লোকগুলোর এই নায়কের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ, সহনশীল ভারতকে বিজেপি ও তার দলবল নিয়ে যেতে চেয়েছে ধর্মান্ধতা, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের অন্ধকারের দিকে।

গত পাঁচ বছরে বিজেপি শাসনে আমরা দেখেছি বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে বিপন্ন হয়েছে গণতন্ত্রই। আমরা দেখেছি গণতন্ত্রের আড়ালে দেশে কায়েম হয়েছে অঘোষিত স্বৈরতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মদম্ভে অন্ধ হয়ে দেশের মানুষের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। কিন্তু বিরোধী দলের মতামতকে অগ্রাহ্য করে নরেন্দ্র মোদী দেশের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন তাঁর একার সিদ্ধান্ত। তাঁর হঠকারী সিদ্ধান্তে পথে বসেছে এ দেশের অসংখ্য গরিব মানুষ। একদিকে মোদীর নোটবন্দি বা বিমুদ্রাকরণ এবং তার সঙ্গে তাঁর তড়িঘড়ি জিএসটি চালুর সিদ্ধান্ত পঙ্গু করে দিয়েছে দেশের অর্থনীতিকেই। ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর ছিল ভারতের ইতিহাসে কালো দিন। কারণ গোটা দেশকে অবাক করে দিয়ে সে দিন নোটবন্দির নামে পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করেছিলেন মোদী। এর ফলে দেশের প্রায় ৮৬ শতাংশ প্রচলিত মুদ্রা বাতিল হয়ে গিয়েছিল তাঁর একটি ভাষণে। হঠাৎ নেমে আসা এই আজব সিদ্ধান্তে হেনস্তার মুখে পড়লেন গোটা দেশের মানুষ। ব্যাঙ্কের সামনে লম্বা লাইন। লোকজনের রোজকার কর্মব্যস্ত জীবনের একটা বড় সময় কেটে যেতে লাগল ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষও ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন সেই সময়। আর সেই লাইনে দাঁড়িয়ে ধকল সইতে না পেরে গোটা দেশজুড়ে মৃত্যু হয়েছিল অসহায় মানুষদের।

এই হঠকারী সিদ্ধান্তের দুর্বিষহ ফল ভুগতে হয়েছে দেশের খেটে খাওয়া, দিন আনি দিন খাই সাধারণ মানুষদের। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে প্রান্তিক চাষি, শ্রমিক, প্রত্যেকের পেটে লাথি মেরেছে নরেন্দ্র মোদীর এই সিদ্ধান্ত। নগদের অভাবে কাঁচামাল কিনতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের। ক্রেতাদের হাতেও নগদ টাকা থাকায় তাঁরা বিক্রি করতে পারছিলেন না পণ্য। অন্যদিকে কর্মীদের বেতন দিতেও অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল তাঁদের। একই কথা প্রযোজ্য প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রেও। নগদের অভাবে ফসলের সার-বীজ কিনতে পারেননি তাঁরা, পাননি পর্যাপ্ত ক্রেতাও। নগদের অভাবে দিনমজুররা পাননি তাঁদের রোজকার আয়, কাজ হারিয়েছেন এমন অনেক শ্রমিক। নোটবন্দির সিদ্ধান্তের পর থেকে টাকা তোলা এবং জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে দফায় দফায় নিয়ম বদলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। নোটবন্দির প্রথম পঞ্চাশ দিনে ৭৪টি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয়েছে আরবিআই-কে। গোটা দেশ জুড়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, মানুষ ঘুম থেকে উঠে সব থেকে বেশি চিন্তিত থাকতেন আরবিআই নতুন কোন নিয়ম আনতে যাচ্ছে, তাই নিয়ে। ভারতের ইতিহাসে এমন রোজকার অনিশ্চয়তার পর্যায় আর কোনওদিন আসেনি। নরেন্দ্র মোদীর নেওয়া ওই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের হাত ধরে দেশ জুড়ে নেমে এসেছিল সেই অনিশ্চয়তারই কালো মেঘ। নোটবন্দির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই টুইটারে একে আমি দেশের প্রধান বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছিলাম। আমার ধারণা যে কতটা সঠিক ছিল, তা আজ গোটা দেশের মানুষের কাছে প্রমাণিত। কারণ যে যে কারণের কথা বলে নরেন্দ্র মোদী নোটবন্দির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার কোনওটাই পূর্ণ হয়নি। নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তব্যে এই সিদ্ধান্তের পিছনে মূলত ৩টি প্রধান কারণের কথা বলেছিলেন। প্রথমত, দেশ থেকে কালো টাকা নিশ্চিহ্ন করা, দ্বিতীয়ত, নকল নোট ঠেকানো এবং তৃতীয়ত সন্ত্রাসবাদীদের হাতে টাকার জোগান বন্ধ করা, যাতে করে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে ভাটা পড়বে। কিন্তু কয়েকটা দিন যেতেই বোঝা গেল, তাঁর এই নোটবন্দির পদক্ষেপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন নোটবন্দির ফলে দেশ কালো টাকা মুক্ত হবে। ব্যাঙ্কের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ঝঞ্ঝাট তাই অনেকে মেনেও নিয়েছিলেন দেশের ভালোর কথা ভেবে। কিন্তু ক্রমশ বোঝা গেল নোটবন্দি দেশকে কালো টাকা মুক্ত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট দেখা যায় যে, যে পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল তার ৯৯.৩ শতাংশই ব্যাঙ্কে ফের প্রবেশ করেছে। সুতরাং গোটা দেশবাসীকে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে ফেলে, ১০০-রও বেশি মানুষের শবদেহের উপরে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেননি দেশবাসীকে। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন, নোটবন্দি নাকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেব দেখলে মনে হয় যে, নোটবন্দির ঘটনাটাই আসলে একটি বড় দুর্নীতি। কোটি কোটি কৃষক, মজুর, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা অপরিসীম যন্ত্রণায় ভুগেছেন প্রধানমন্ত্রীর এই তুঘলকি সিদ্ধান্তে।

নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী প্রচার তথা নোটবন্দির সময়েও সব থেকে বেশি শব্দ খরচ করেছিলেন কালো টাকা এবং দুর্নীতি নিয়ে। সদম্ভে তিনি দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, দেশকে তিনি দুর্নীতিমুক্ত করবেন, উদ্ধার করবেন সমস্ত কালো টাকা। বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকাও নাকি তিনি দেশে ফেরত নিয়ে আসবেন। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল? কালো টাকা উদ্ধারের কোনও বড় খবর এখনও সংবাদমাধ্যম খুঁজে পায়নি, দুর্নীতি বরং আরও বেড়েছে, আর সেখানে সেই দুর্নীতি আড়াল করে গিয়েছে শাসকদলই।

নরেন্দ্র মোদী তাঁর ভাষণে জানিয়েছিলেন যে, নোটবন্দির মাধ্যমে নাকি নির্মূল করা যাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। কিন্তু সেই ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। কাশ্মীর আরও বেশি অশান্ত হয়েছে নোটবন্দির পরে। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে একের পর এক খুন হয়েছে আমাদের জওয়ানরা। অন্যদিকে ছত্তিশগড়, বিহার ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে মাওবাদী নাশকতাও থেমে থাকেনি। হিসাব বলছে বিজেপি জমানায় ভারতে সন্ত্রাসবাদ বেড়েছে ২৬০ শতাংশ।

অর্থাৎ, নোটবন্দি নিয়ে মোদী এবং বিজেপি-র যে প্রতিশ্রুতি তার কোনওটাই পূর্ণ হয়নি। নোটবন্দির সাফল্য নিয়ে তাদের যে দাবি, তা-ও অসত্য। সুতরাং নোটবন্দি দেশের ভালো তো করতে পারেইনি, উল্টে এর ফলে গরিব মানুষদের জীবনে নেমে এসেছিল অবর্ণনীয় ভোগান্তি। যেহেতু প্রায় সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে ফেরত এসেছিল, সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি মেয়াদি আমানতে এক ধাক্কায় সুদ কমাতে বাধ্য হয়। সুদ কমেছে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলিতেও। তাই দেশের প্রবীণ নাগরিক তথা ব্যাঙ্কের সুদের উপরে নির্ভর করা মানুষগুলিও চরম ভোগান্তিতে পড়েছিলেন।

শুধু নোটবন্দি-তে রেহাই নেই, দোসর হিসাবে হাজির হয়েছিল জিএসটি। আমরা সব সময়েই বলেছি যে, আমরা সঠিকভাবে রূপায়িত জিএসটি-র পক্ষে। দেশের জন্য গৃহীত এত বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমাদের দেখে নেওয়া দরকার, যে আমাদের দেশের অর্থনীতি এই কর ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত কি না। তাই আমরা তড়িঘড়ি জিএসটি চালুর বিরুদ্ধে ছিলাম। সে কথা আমরা কেন্দ্রকেও জানিয়েছি বরাবর। কিন্তু আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় যে কাঠামো, তাকে স্বেচ্ছাচারী নরেন্দ্র মোদীর সরকার কখনওই আমল না দিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপাতে তৎপর হয়েছে। জিএসটি-র ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। আর এর জন্য খেসারত দিতে হল আমাদের দেশের আপামর ছোট-মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং

কৃষকদের। গরিব মানুষের পেটে লাথি মেরে মোদী নাম তুললেন ইতিহাসে। তাই আমার কাছে জিএসটি মানে হল 'গ্রেট সেলফিশ ট্যাক্স'। যে ট্যাক্স মোদী নিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষকে হেনস্তা করার জন্য, কর্মসংস্থান কেড়ে নেওয়ার জন্য, ব্যবসা বন্ধ করার জন্য, অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য। কোনও এক মধ্যরাতে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল ব্রিটিশদের হাত থেকে। আর কোনও এক মধ্যরাতেই মোদীর হাত ধরে জিএসটি-র দৌলতে দেশের গরিব মানুষেরা পেলেন অর্থনৈতিক পরাধীনতা।

ক্ষমতায় এসেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া। প্রতিশ্রুতি দিলেন এই প্রকল্পে দেশে আসবে প্রচুর বিদেশি লগ্নি। কিন্তু হিসেব বলছে মোদী জমানায় লগ্নির হার ক্রমশ কমছে। মোদীর জমানায় টাকার রেকর্ড মূল্য পতন-জ্বরে আক্রান্ত। পেট্রোল-ডিজেল দুজনেই ছুটছে দ্রুত সেঞ্চুরি করার দিকে। জ্বালানি গ্যাসের দাম আকাশছোঁয়া। দেশ জুড়ে বেকারত্ব। পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে, দেউলিয়া করার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মোদী। আর তার উপরে নোটবন্দি এবং তড়িঘড়ি জিএসটি চালু করার হঠকারী সিদ্ধান্তে দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন গরিব মানুষেরা। নরেন্দ্র মোদী চালু করেছেন এমন এক অর্থনীতি, যে নীতির অর্থ হল গরিবদের আরও দুর্দশার দিকে ঠেলে দেওয়া। আর এই অর্থনৈতিক দুর্দশা, ক্রমশ পিছিয়ে পড়াকে আড়াল করতে বিজেপি মানুষের মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে চায় ধর্মের রাজনীতি, মন্দির-মসজিদের রাজনীতি, বিদ্বেষের রাজনীতি। যেখানে ধর্মের মোহে অন্ধ হয়ে মানুষ তাকাতে ভুলে যাবে নিজের দিকে, নিজের উন্নয়নের দিকে। সে ভুলে যাবে তার উন্নয়নের জন্য নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি-র করা প্রতিশ্রুতিগুলির কথা। কিন্তু আমাদের ভরসা আছে মানুষের উপরে। আমার বিশ্বাস, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মানুষ ঠিক তাদের উপরে করা বিজেপি সরকারের প্রতারণার সঠিক জবাব দেবে তার ভোটে।

ভারতে বেশির ভাগ মানুষেরই জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই কৃষকের উন্নয়নের উপরে অনেকটাই নির্ভরশীল দেশের উন্নয়ন। বিজেপি সরকারের আমলে সেই কৃষকরা চূড়ান্ত দুর্দশার মুখোমুখি। একে তারা ঋণের ভারে জর্জরিত, তার উপরে তাঁরা পাচ্ছেন না ফসলের ন্যায্য দাম। এই সরকারের আমলে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েছে দেশের কৃষি কাঠামো। দেশের কৃষি অর্থনীতি এই সরকারে আমলে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়েছে। এই সরকারের সময়কালেই কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি কমেছে। বর্তমানে এই বৃদ্ধি দুই শতাংশেরও কম, যা গত তিন দশকে সর্বনিম্ন। গত পাঁচ বছরে চাষির প্রকৃত আয় (রিয়াল ইনকাম) প্রতি বছর কমেছে ১.৩ শতাংশ। ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে এবং ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে দেশে প্রতিবছর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে কৃষক। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল যে, ২০১৩ সাল থেকে দেশে প্রতি বছর ১২ হাজারেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে যখন কৃষকদরদি বলে প্রচার করে চলেছেন, ঠিক তখনই বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে কৃষকদের দুর্দশার ছবিটা প্রকটভাবে সামনে এসে পড়ল। খোদ মহারাষ্ট্র সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৬৩৯ জন কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। মোদী সরকারের আমলে একদিকে যেমন কমেছে কৃষি উৎপাদন, অন্যদিকে কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা বেড়েছে ৪২ শতাংশ।

কিন্তু কৃষকদের আত্মহত্যা বন্ধ করার জন্য যখন তাঁদের ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা ওঠে তখনই বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী নিজেদের দায় অস্বীকার করেন। কৃষকদের বিক্ষোভের কারণে যখন কোনও কোনও রাজ্য ঋণ মকুবের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন অর্থমন্ত্রী প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন যে, এই দায় ওই রাজ্যের নিজের এবং ঋণ মকুবের অর্থ ওই রাজ্যকেই জোগাড় করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থ দেবে না। আসলে কৃষকদের সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকার সব সময় হাত ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে। দেশের কৃষকদের ভালো থাকা, আত্মহত্যার পথ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে আনার কোনও দায় যেন কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। কৃষকদের ঋণ মকুব নিয়ে কেন্দ্র সদর্থক কোনও সিদ্ধান্ত নিলেও কর্পোরেট ধনকুবেরদের নিয়ে বিজেপি সরকারের চিন্তার অন্ত নেই। তাঁরা কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ না করলে কেন্দ্র তাঁদের হয় ঋণ মকুব করে দিচ্ছে, নইলে তাঁদের নির্বিঘ্নে বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করছে। ভাবতে অবাক লাগে, যে দেশে অল্প কিছু ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে প্রতিদিন কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, সে দেশেই কর্পোরেট ধনকুবেরদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দিচ্ছে সরকার। বিজেপি জমানায় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকা নিজেদের হিসেবের খাতা থেকে মুছে ফেলতে হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে। সংসদে এই তথ্য দিয়েছে বিজেপি সরকারের খোদ অর্থ মন্ত্রক। এই বিশাল অঙ্কের ঋণ আর শোধ হবে না বলেই ধরে নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি।

কিন্তু কার কাছে কত পাওনা কিংবা কাদের ঋণ ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতা থেকে বাদ দিতে হয়েছে— সেই তথ্য সংসদে দিতে রাজি হয়নি অর্থ মন্ত্রক। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আইনে ওই তথ্য গোপনীয়। এই নিয়ে সংশয়ের কিছু নেই যে, ওই ঋণের বড় অংশই হল কর্পোরেট ধনকুবেরদের করা ঋণ। আর বিজেপি সরকার তাঁদের প্রতি উদার বলেই এই ঋণ আদায় নিয়ে তাঁদের তৎপরতা নেই।

বিজেপি সরকারের পুরোটাই চলেছে মিথ্যাচারের উপরে ভিত্তি করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেখাবেন। কিন্তু তাঁর শাসন আমলে কৃষকের দুর্দশা বেড়েছে আরও বহু গুণ। কৃষিক্ষেত্রে মোদীর তিনটি ফ্ল্যাগশিপ স্কিম-এর তিনটিরই অবস্থা তথৈবচ।

কৃষকদের এই দুর্দশার কারণেই বিজেপি শাসন আমলে আমরা দেখেছি একের পর এক কৃষকদের বিক্ষোভ। বিজেপি শাসনামলে কৃষকদের দুর্দশা যে চরমে উঠেছে তা কৃষক বিক্ষোভের পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট হয়। এনসিআরবি-র দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১৪ সালে দেশ জুড়ে মোট ৬৪০টি কৃষকদের প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছিল। ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮০০টি কর্মসূচিতে। ২০১৮ সালে এসে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি মধ্যপ্রদেশে গুলি করে কৃষকদের খুন করেছে বিজেপি পরিচালিত সরকার। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে সেখানকার সরকার। আসলে বিজেপি গরিবদের উন্নয়নের কথা বলে ক্ষমতায় এসে গরিবদেরই বঞ্চিত করেছে আর উন্নয়ন ঘটিয়েছে কর্পোরেট ধনকুবেরদের।

নরেন্দ্র মোদীর শাসন আমলে দেশ প্রত্যক্ষ করছে এক বিভীষিকাময় সময়। দেশের স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন সংস্থাগুলোকে বিজেপি পরিণত করে তুলছে তাদের আজ্ঞাবহ দাস হিসাবে। এই সংস্থাগুলোকে বিজেপি তার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে গিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধী দলগুলির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের বিরোধিতার অধিকার, ভিন্ন মত প্রদানের স্বাধীনতা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। আর অন্যদিকে সিবিআই থেকে আরবিআই-এর মতো দেশের স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন সংস্থাগুলিও গণতন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত বিজেপি সরকারের আমলে এই দুটোই বিপর্যয়ের মুখোমুখি। একদিকে নরেন্দ্র মোদী দেশের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে দেশটাকে পরিণত করতে চাইছে স্বৈরতান্ত্রিক হিসাবে। সেখানে শাসক যা বলবে তা-ই মাথা পেতে মেনে নিতে হবে দেশের আপামর জনসাধারণকে। আর বিরোধী দলের থেকে বিরোধিতা এলেই তার গলা চেপে ধরা বর্তমান সময়ে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠছে। ফলে এই সরকারের আমলে প্রশ্নের মুখে পড়ছে বিরোধিতার স্বর এবং বিপন্ন হচ্ছে গণতন্ত্রের এই ভিন্ন মত প্রদানের ভিত্তিটিই।

দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার তৎপরতা দেখলে মনে হবে এই সরকার যেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, এই সংস্থাগুলিকে বিজেপি তার প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাতে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেই বেশি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। কারণ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে এদের তৎপরতা সেই সব রাজ্যে বেশি, যেখানে বিজেপি বিরোধীদের সরকার চলছে। আর বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির হিরন্ময় নীরবতা ও নিস্পৃহতা আমাদের অবাক করেছে।

আমরা দেখছি অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরির নামে লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিকদেরও খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যম অনুযায়ী ২৩ লক্ষ হিন্দু বাঙালি, বাঙালি মুসলমান, স্থানীয় অসমিয়া, নেপালি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলাম আমি। আমার দলের থেকে আট সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আমি পাঠিয়েছিলাম সেখানে, সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য। কিন্তু নজিরবিহীনভাবে সেখানকার আমাদের প্রতিনিধিদলকে বিমানবন্দরে আটক করে বিজেপি সরকার। আমাদের প্রতিনিধিদলে থাকা মহিলা সদস্যদেরও হেনস্তা করা হয় বিমানবন্দরে। পরবর্তীতে নাগরিকপঞ্জি ঘিরে উত্তাল হয়ে আছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি। বিজেপি শাসনকালে এ এক চরম অরাজকতা নেমে এসেছে এই দেশে।

বিজেপি তার শাসনকালে দেশের মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত হয়েছিল। নজরদারির মাধ্যমে তারা দেশ জুড়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভয় ছড়িয়ে দিতে চাইছে, যেখানে শাসকদলের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে মানুষ যেন দু-বার ভাবে। কারণ, শাসক কিন্তু নজর রাখছে তার উপরে। ২০১৮ সালের এপ্রিলে ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ-এ নজর রাখতে তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রকের 'সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশন হাব' তৈরির পরিকল্পনা করেছিল কেন্দ্র। তারা এমন একটি প্রযুক্তি ব্যবস্থা তৈরি করতে চায়, যা ডিজিটাল দুনিয়ায় সম্পূর্ণ নজরদারি চালাবে। টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে কী নিয়ে লোকের আলোচনা চলছে সফটওয়্যারের মাধ্যমে তার তথ্য জোগাড় করবে। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের ওই পরিকল্পনায় নাগরিকদের ই-মেল থেকেও তথ্য জোগাড়ের ছাড়পত্র মিলবে তাদের। ইচ্ছে মতো নির্দিষ্ট ফেসবুক বা টুইটার অ্যাকাউন্টের উপরে নজরদারি চালাতে পারবে তারা। একই সঙ্গে বিরোধীরা শাসকের কী কী সমালোচনা করছে, তা আমজনতাকে কতটা প্রভাবিত করছে, সে সবের খোঁজ পাওয়া সম্ভব হবে এই নজরদারির মাধ্যমে।

সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই অযাচিত নজরদারি শাসক করতে চেয়েছিল নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেই। ব্যক্তি পরিসরের অধিকার আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু শাসক সেই মৌলিক অধিকারের তোয়াক্কা না করে দেশে চালু করতে চেয়েছিল এই নজরদারি ব্যবস্থা। আর শাসকের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম আমরা। আমাদের দল থেকেই এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আমরা বলি, সরকার সোশ্যাল সাইটে নাগরিকদের গোপনীয়তা বিঘ্নিত করতে চাইছে এবং এর ফলে সমস্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। আর এই মামলার জেরে সুপ্রিম কোর্টের কোপের মুখে পড়ে কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্টে করা আমাদের মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্র অবশেষে পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপরে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের এই যে প্রবণতা, তা নগ্ন ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ২০১৮-র ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা একটি নির্দেশিকা থেকে। সেই নির্দেশিকা অনুসারে, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৯-১ ধারা অনুযায়ী দেশের সর্বত্র যে কোনও কম্পিউটারের উপরে নজরদারি চালাতে পারে দশটি কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই নতুন নির্দেশের পর শুধুমাত্র ই-মেল নয়, কারও কম্পিউটার বা ফোনের মধ্যে থাকা তথ্য, ছবি সবকিছুর উপরেই নজরদারি চালাতে পারবে এই দশটি সংস্থা। শুধু তাই নয়, এই নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, কারও ব্যক্তিগত তথ্যের উপর যদি কোনও রকম সন্দেহ হয়, তাহলে এই সংস্থাগুলি চাইলে তাদের ফোন বা কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদও করা হতে পারে সংশ্লিষ্ট মোবাইল বা কম্পিউটারের মালিককে। আর তিনি যদি তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তাহলে সাত বছর অবধি জেল পর্যন্ত হতে পারে তাঁর।

প্রশ্নটা হল, একটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকার কি এভাবে তার নাগরিকদের নজরবন্দি করতে পারে? দেশের শীর্ষ আদালতই সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী গোপনীয়তার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সরকার যদি এই নজরদারি চালায় তাহলে তো মানুষের সাংবিধানিক ওই গোপনীয়তার অধিকারকেই খর্ব করা হয়। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যদি এই নজরদারির কথা বলা হয় তবে সেই ক্ষমতা আগে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে। এই বিষয়ে একাধিক মেশিনারিও আছে সরকারের। কিন্তু নতুন নির্দেশিকা কার্যকর হলে যে কোনও সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরেও নাক গলাতে পারবে রাষ্ট্র তথা শাসকদল। মানুষের কোনও স্বাধীনতা বা গোপনীয়তাকে স্বীকৃতি দিতে চায়নি বিজেপি সরকার।

তিনের পাতায়

মোদী সরকারের পাঁচ বছরের ব্যর্থতা ও অপশাসনের দলিল

তাঁবেদার সংবাদমাধ্যমের তর্জনগর্জন এবং কৌশলী মিথাচার দিয়েও মোদী শাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে চেপে রাখা যায় না। ব্যর্থতার কিছু নিদর্শন—

১) মোদী শাসনে ভারতের কৃষকদের চূড়ান্ত দুর্দশা—

ক) মোদী সরকারের সময়কালে নির্মমভাবে অবহেলিত হয়েছে দেশের কৃষকরা, বিপন্ন হয়েছে কৃষি অর্থনীতি। ভাবতে অবাক লাগে যে, ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দেশের ৩৬,৪২০ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আর তার পর থেকে সরকার কৃষক আত্মহত্যার পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আনতে অস্বীকার করে দিয়ে তা চেপে দিয়েছে।

খ) এটা লজ্জাজনক যে, মোদী সরকারের প্রথম চার বছরে কৃষি জিডিপি বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে অনেকটাই। আগের চার বছরে যেখানে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৫.২ শতাংশ, সেখানে মোদি সরকারের প্রথম চার বছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে, ২.৫ শতাংশ।

এমনকী, সম্প্রতি অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮–র মধ্যে কৃষকদের ঘরে তোলা আয় ৯.১২ শতাংশ থেকে এক লাফে কমে হয়েছে ২.০৪ শতাংশ।

মোদী যেখানে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার কথা বলছেন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের মধ্যে কৃষকদের আয় ৯১,০২০ টাকা থেকে ৩ গুণ বেড়ে হয়েছে, ২,৯১,০০০ টাকা।

গ) ২০১৩-১৪ সালে যেখানে কৃষি রফতানির পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৪২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে মোদী সরকারের আমলে সেই বৃদ্ধির হার ঋণাত্মকে নেমেছে।

পাশাপাশি কৃষকদের ক্ষতির মুখে ফেলে দেশের কৃষি আমদানি ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

২০১৩-১৪ সালে রফতানি উদ্বৃত্ত যেখানে ছিল ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ সালে তা ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও কম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একইসঙ্গে ২০১৩-১৪ সাল থেকে দেশে কৃষি উদ্বৃত্ত বেড়েছে, ফসলের দাম কমেছে এবং প্রায় সকল শস্যের ক্ষেত্রেই লাভজনকতার অনুপাত হ্রাস পেয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে এই হতাশাজনক পরিসংখ্যানগুলো থেকেই স্পষ্ট যে মোদীর শাসনামলে দেশে কৃষকদের দুর্দশা চরমে পৌঁছেছে। আর এই ভয়ানক দুরবস্থার কারণেই দেশ জুড়ে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন কৃষকরা। মোদীর হাতে লেগে আছে অসহায় কৃষকদের রক্তের দাগ।

২) দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত মোদী শাসনামলে : খায়া অউর খানে দিয়া

ক) রাফাল দুর্নীতি—

মোদী সরকার ক্ষমতায় এসে বুক বাজিয়ে ঘোষণা করেছিলেন 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'। কিন্তু প্রকৃত সত্য হয়ে উঠেছে 'খায়া অউর খানে দিয়া'। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে দুর্নীতি শাখা বিস্তার করেছে। রাফাল কেলেঙ্কারিতে ৩০,০০০ কোটি টাকার মুনাফা সরাসরি অনিল আম্বানির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সমস্ত নিয়ম-কানুন অমান্য করার দায়ে আজ অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী নিজেই।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এটা সব থেকে বড় দুর্নীতির ঘটনা।

খ) এমএসএমই ৫৯ মিনিট ঋণ দুর্নীতি —

এই দুর্নীতি নিয়ে কম আলোচনা হলেও দুর্নীতির ধরনের নিরিখে এমএসএমই ৫৯ মিনিট ঋণ অন্যতম লজ্জাজনক একটি কেলেঙ্কারি। অনলাইন এই ঋণ প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্যাপিটাওয়ার্ল্ড নামে আহমেদাবাদের একটি ফিনটেক কোম্পানিকে। ওই কোম্পানিকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রে মানা হয়নি টেন্ডারের নিয়মাবলি। এই নিয়মবিরুদ্ধ নিয়োগের ফলে ক্যাপিটাওয়ার্ল্ড আবেদনকারী ও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে শুধু টাকাই নেবে না, একই সঙ্গে তাদের হাতে চলে আসবে অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত নথি, তথ্য যা অপব্যবহার হতে পারে।

ক্যাপিটাওয়ার্ল্ড-কে এই কাজ পাইয়ে দেওয়ার বিষয়টির তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং জানা প্রয়োজন এই দুর্নীতিতে কত পরিমাণ টাকা যুক্ত।

আসলে, সব বিজেপি শাসিত রাজ্যই দুর্নীতিগ্রস্ত। সেখানে না আছে আইন, শাসন।

৩) মোদী শাসনকালে ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ভয়াবহ ক্ষতি : এনপিএ এবং চুরির বাড়বাড়ন্ত

ক) ভারতের বিরাট ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রটি মোদী শাসনামলে তুমুল বিপর্যয়ের মুখোমুখি এবং অবহেলার শিকার। এই ক্ষেত্রটি হয়ে উঠেছে দুর্নীতির আখড়া যা ভারতের ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি।

খ) ভয়াবহ ঘটনা যে, ২০১৪ সালে যেখানে দেশে ব্যাঙ্কের নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস-এর (এনপিএ) পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ কোটি (২,০৯,৮৪০ কোটি টাকা, তা ২০১৭-১৮ সালে বেড়ে হয়েছে, ১০ লক্ষ কোটি (১০,৩৬,১৮৭ কোটি টাকা)। অর্থাৎ মোদী সরকারের আমলে তা বেড়েছে ৫ গুণ।

এই তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার যে মোদি শাসনে ব্যাঙ্কের হাল দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।

গ) এমনকী, আরও লজ্জাজনক ঘটনা হল, বড় বড় শিল্পপতিরা ব্যাঙ্কের টাকা জালিয়াতি করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন এবং ভারতের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন। এই ঘটনাও প্রকাশ্য এসেছে যে, একজন শিল্পপতির ক্ষেত্রে লুকআউট নোটিশকে 'আটক করা' থেকে পরিবর্তন করে 'খবর দেওয়া' করার মাধ্যমে সিবিআই তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এর ফলে সেই শিল্পপতি নির্বিঘ্নে বিদেশে পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়েছেন। মোদি শাসনে সিবিআই-কে কে লুকআউট নোটিশ বদলাতে নির্দেশ দিয়ে তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলেন? এই ঘটনার তদন্ত করা উচিত এবং তার যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করাও দরকার।

ঘ) আরবিআই-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মোদী জমানায় মে, ২০১৮ পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার মোট ২৩,০০০টি ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে।

৪) মোদী আমলে নোটবন্দি : সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে ফেলার নির্মম সিদ্ধান্ত

ক) ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর নরেন্দ্র মোদী ধ্বংসাত্মক নোটবন্দির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এই সিদ্ধান্তের জেরে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকদের জীবনে নেমে এসেছিল চূড়ান্ত দুর্ভোগ, সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিলেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোটি কোটি উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা। এই সিদ্ধান্তের ফলে তুমুল ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। বাতিল নোটের ৯৯.৩ শতাংশই যখন ব্যাঙ্কে ফেরত চলে এলে, তখন সাধারণের মনে সন্দেহ দানা বাঁধল যে, এই নোটবন্দি আসলে লক্ষ কোটি টাকার কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগ দেওয়া একটি বিরাট কেলেঙ্কারি হয়তো। ভারত সরকার নিজেই স্বীকার করেছে যে ৩ লক্ষেরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হিসেব পাওয়া যায়নি। প্রায় ৮০,০০০টি কেস মোদী সরকার হাতে নিলেও কালো টাকার দায়ে একজনও গ্রেফতার হয়নি।

চারের পাতায়

আমরা সবাই দেশের পক্ষে, মোদীর পক্ষে নই

দুয়ের পাতায় পর

বিজেপি যেন গোটা দেশে অঘোষিত সুপার ইমার্জেন্সি নামিয়ে এনেছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক সময়ে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ক্ষমতায় এলে নাকি কাশ্মীর শান্ত হয়ে যাবে। কোনও সন্ত্রাসবাদী নাকি ভারতে অনুপ্রবেশ করে নাশকতা করার সাহস পাবে না। কিন্তু আমরা দেখলাম বিজেপি সরকার আসার পরে কাশ্মীর আরও বেশি অশান্ত হয়েছে। একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ গিয়েছে আমাদের সেনা-জওয়ানের। সম্প্রতি পুলওয়ামাতে ঘটে গেল কাশ্মীরের অন্যতম বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা। জঙ্গিহানায় মৃত্যু হয়েছে ৪০ জনের বেশি বীর জওয়ানের। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় এই হামলা নিয়ে আগে থেকেই গোয়েন্দা সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও আটকানো সম্ভব হয়নি এই হামলা, বাঁচানো সম্ভব হয়নি আমাদের সেনাদের। আমার তো মনে প্রশ্ন জাগছে যে, ভোটের আগে সবরকম ব্যর্থতা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে বিজেপি-র এটি একটি রাজনৈতিক গেমপ্ল্যান নয় তো?

গত পাঁচ বছর ধরে ভারতে বিজেপি শাসনের ইতিহাস আসলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণার ইতিহাস। এই সময়কালে আমরা দেখেছি মানুষের জীবনে নেমে আসা সীমাহীন দুর্দশা। এই সরকারের আমলে স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে ভারত। কেন্দ্রীয় সমস্ত সংস্থাতে ক্ষমতাশালী পদ দেওয়া হচ্ছে বিজেপি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের। বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে আজ আসীন করা হচ্ছে বিজেপি-র স্নেহভাজন ব্যক্তিদেরই। এই শাসনে আমরা দেখেছি শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। কোনও বুদ্ধিজীবী সরকারের বিরোধিতা করলেই তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব করা হয়েছে এই শাসনামলে। বিজেপি-র বিভিন্ন বন্ধু কর্পোরেট ধনকুবেরদের পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে বিধি-বহির্ভূত বিভিন্ন সুবিধা। ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকার ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাঁদের। সেই ঋণ শোধ করতে না পারলে নির্বিঘ্নে তাঁরা যেন দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে এই সরকার।

শাসক বিজেপি দেশে দেশপ্রেমের মোড়কে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে উগ্রতা। উগ্রতাবাদের ধাক্কায় বিরুদ্ধ মত হলেই তাকে দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়া যায়। এই সব কিছুই আমরা দেখেছি এই জমানায়। মোদী তথা বিজেপি এমন এক ধারণা তৈরি করেছে যেখানে তাদের মতামতই একমাত্র দেশের মঙ্গলকামী মতামত, আর সেই মতের সঙ্গে একমত না হলেই তাকে দেশদ্রোহী তকমা লাগিয়ে তার উপরে হামলে পড়া যায়। হীরক রাজার দেশে আমরা দেখেছি সেখানে প্রশ্ন করার অধিকারই থাকে না প্রজাদের। নরেন্দ্র মোদীর জমানাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই হীরক রাজার দেশের ছায়া নেমেছে এই ভারতে। কিন্তু যে বিজেপি আজ দেশে দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট বিলি করছে, সেই বিজেপি-র পিতৃসংগঠনের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে ভূমিকা ছিল তা ন্যক্কারজনক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে ছিল যারা, তারাই আজ দেশপ্রেমের ঠিকাদার হয়েছে। তারা মানবতাকে পদদলিত করে ভ্রান্ত দেশপ্রেমের মোহ তৈরি করছে দেশ জুড়ে। যেখানে 'দেশদ্রোহী' দাগিয়ে দিয়ে আক্রমণ করা যায় যে কাউকে।

মোদী জমানায় আমরা দেখেছি মানবাধিকারের চূড়ান্ত বিপন্নতা। নরেন্দ্র মোদী 'স্বচ্ছ ভারতের' কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বচ্ছ ভাবেই গোটা পৃথিবীর কাছে প্রকাশিত যে, ভারত তাঁর শাসনে উন্মত্ত জল্লাদদের মুক্ত বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁর স্লোগান ছিল 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'। কিন্তু গত পাঁচ বছরে সেই স্লোগান ভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে। একের পর এক খুন হয়ে যাওয়া মুসলিম, দলিতদের রক্তে ভেজা দেশে সব কা বিকাশ না হয়ে 'শব কা বিকাশ' ঘটেছে। তাই এই মুহূর্তে সময়ের দাবি যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের একজোট হয়ে এই বিভাজনের রাজনীতি, বিদ্বেষের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন করে মহান ভারত গড়া।

গত পাঁচ বছরে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, আন্দোলনে পথ দেখিয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। হামলা দিয়ে, মামলা দিয়ে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেও মানুষকে পাশে নিয়ে আমরাই সব থেকে বেশি বিরোধিতা করেছি এই স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী শাসকের। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে মা-মাটি-মানুষের তৃণমূল সরকার এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে উন্নয়নের বিজয় রথ। গোটা দেশের কাছে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছে প্রগতি ও উন্নয়নের পথপ্রদর্শক। যেখানে সারা দেশে ২ কোটি কর্মসংস্থান কমেছে এবং বেকারত্ব বেড়েছে প্রচুর, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে আমরা তৈরি করেছি উল্টো চিত্র। এখানে বেকারত্ব কমেছে ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে আমরাই পেয়েছি সেরার শিরোপা। ছাত্র, যুব, তারুণ্যকে সর্বভারতীয় স্তরে কর্মসংস্থানে গুরুত্ব দিয়ে সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। SC/ST/OBC, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন পূরণ করা আবশ্যক। এছাড়াও চাকুরি ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। বিজেপি-র হিংসা ও হানাহানির রাজনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আমরা সৃষ্টি করেছি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির। আমি এবং আমার দল সব সময় মানুষের পাশে থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই দেশবাসীর কাছে আবেদন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যেখানে যেখানে আমরা প্রার্থী দিয়েছি সেখানে তাঁদের জয়যুক্ত করুন এবং অপশাসনের ক্ষত সারিয়ে নতুন ভারত গড়তে পাশে দাঁড়ান আমাদের। যেখানে আমরা নির্বাচনে লড়ছি না, সেখানে বিজেপি বিরোধী প্রধান শক্তিকে নির্বাচিত করুন এবং প্রত্যাখ্যান করুন অশুভ শক্তি বিজেপি-কে। গোটা দেশ জুড়ে গড়ে তুলুন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মহাজোট।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই নির্বাচনেই আমরা বেছে নিতে পারব আমাদের ভবিষ্যৎ, আমরা ঠিক করে নিতে পারব পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কোন ভারত উপহার দেব আমরা। আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা আছে। হয় আমরা বেছে নেব ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী, উদার, সহনশীল ভারতকে, নইলে আমাদের বেছে নিতে হবে সংকীর্ণ, পশ্চাদপদ, সাম্প্রদায়িক এক ভারতকে। আমরা যদি ভারতের চিরকালীন আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই, আমরা যদি ইতিহাসের আলোকে ভারতের যে বহুত্ববাদী ও উদার ভাবাদর্শ, তাকে বজায় রাখতে চাই তাহলে আমাদের একযোগে প্রতিহত করতে হবে এই মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে। আমরা যদি প্রকৃত দেশপ্রেমিক মনে করি নিজেদের, তাহলে এই দেশের সম্মান, আদর্শকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। আজ যদি আমরা নতি স্বীকার করি বিভেদকামী, সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে তবে তা হবে আমাদের এই দেশের এতদিন ধরে মহাপুরুষদের হাতে তিল তিল করে গড়ে তোলা ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের পরাজয়। সেই পরাজয় রুখে দিয়ে উদার, গণতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী, সহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে ফের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের এই সময়ের আশু কর্তব্য।

অপশক্তিকে পরাজিত করে নতুন ভারত গড়ার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকায় হাজির থেকেছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। আর আগামীতে দেশের উন্নয়নকে পথ দেখাতে পারে আমাদের গর্বের পশ্চিমবঙ্গ। আমাদের সাফল্যই প্রমাণ করে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের যোগ্যতা। আমাদের ভাষণের ঢক্কানিনাদ প্রয়োজন নেই, কাজই আমাদের হয়ে কথা বলে।

ছাত্র-যৌবন নতুন প্রজন্মের দিশারী। তাদের প্রাধান্য দিয়ে, তাদের উন্নয়নে শামিল করে তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছে গোটা দেশকে।

নারীশক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে দেশ, দশ ও বাংলার কল্যাণে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দলিত সমাজকে এগিয়ে নিয়ে আসা ও তাদের সম্মানকে মর্যাদা দিয়ে এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

আদিবাসী ভাই-বোনেদের সম্পত্তির অধিকার, পাট্টার অধিকার, শান্তির অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার, ভাষার অধিকার ও জঙ্গলের অধিকারের সঙ্গে তাদের যে দৈনন্দিন সম্পর্ক, সেই আদিবাসীদের স্থানীয় ভাষা অলচিকি, কুরুখ নামের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং আগামী দিনে তাদের স্বার্থ রক্ষা আমাদের কর্তব্য।

সংখ্যালঘু ভাই-বোন ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া (OBC) সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের জীবনের নিরাপত্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং তাদের উন্নয়ন আমাদের এক অন্যতম কর্তব্য। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে কাজের মধ্য দিয়ে আমরা একথা প্রমাণ করে দিয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ সম্প্রদায় ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষাসংস্কৃতি-কর্মসংস্থান সহ কোনও কল্যাণমুখী কাজে তারা পিছিয়ে নেই। তারাও এ সমাজে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ থেকে কন্যাশ্রী, কন্যাশ্রী থেকে যুবশ্রী, যুবশ্রী থেকে সবুজসাথী, সবুজসাথী থেকে রূপশ্রী, রূপশ্রী থেকে সমব্যথী - সব কিছুতেই সবাই সমান মর্যাদা পাচ্ছে।

সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান ও কর্মসংস্থান আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই পশ্চিমবঙ্গে ২ টাকা কিলো চাল থেকে বিনা পয়সায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পেরেছি বলে আমরা গর্বিত। রাজ্যের প্রায় ৮.৫ কোটি লোক এখন খাদ্যসাথীতে যুক্ত। এছাড়াও ৭.৫ কোটি মানুষকে আমরা যুক্ত করেছি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও বেসরকারি হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে বাড়ির মহিলারা পাচ্ছেন স্মার্ট কার্ড।

মহিলাদের অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন (women empowerment) করার ক্ষেত্রে 'কন্যাশ্রী' বিশ্বজয় করার পর থেকে মহিলারা আজ অনেক এগিয়ে।

কৃষি থেকে শিল্প, উৎকর্ষের বাংলা থেকে সংস্কৃতির বাংলা - বাংলা আজ সর্বত্র এগিয়ে ও গর্বিত। সমতল থেকে পাহাড়, আমাদের লক্ষ্য সার্বিক উন্নয়ন। দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, কার্শিয়াংসহ পাহাড় ও সমতলে উন্নয়নের স্বার্থে স্থায়ী সমাধানের প্রয়োজনীয় রাস্তা খুঁজে বের করা হবে।

শুধু বাংলা নয়, অন্যান্য রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে পারলে সেখানকার মানুষকেও সকল সুবিধা প্রদান করা হবে।

মোদী সরকারের পরিবর্তনের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। আপনাদের সমর্থন, আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও দোয়ায় নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে ঐক্যবদ্ধ ভারত, উন্নত ভারত, গণতান্ত্রিক ভারত গড়ে উঠবে, যেখানে একনায়কতন্ত্রের কোনও জায়গা নেই।

ছাত্র ও যুবক, কৃষক ও শ্রমিক, খেতমজুর, মহিলা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশিলি, আদিবাসী, অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া সম্প্রদায় (OBC) সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রিস্টান — সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, বিন্ধ্য পর্বত থেকে দ্বারকা, নালন্দা থেকে বারাণসী, জয়পুর থেকে বাংলা, অসম থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ঝাড়খণ্ড থেকে ওড়িশা, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, মধ্য থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত, সাগর থেকে পাহাড়, জঙ্গলমহল থেকে সাধের উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ — সর্বত্র মা-মাটি-মানুষের কাজ দেখে আমাদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস, আশীর্বাদ, দোয়া ও ভালোবাসা থেকে, বাংলায় সর্বভারতীয় তৃণমূল প্রার্থীদের প্রত্যেকটি আসনে, আপনার মূল্যবান ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। অসম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আন্দামান, বিহার রাজ্যে যেখানে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁদেরও জয়যুক্ত করার আবেদন রইল আপনাদের কাছে। যেখানে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা নেই, সেখানে বিজেপি বিরোধী শক্তি সহ আঞ্চলিক দলগুলির প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। একই সঙ্গে বিজেপি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কুৎসা, চক্রান্ত, অপপ্রচার, অর্থবল, পেশিবল, ইত্যাদিকে পরাস্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ করে দিন আমাদের। অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি (Common minimum programme) অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ ভারত, (United India) গড়ে তোলা আমাদের অঙ্গীকার। উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে দেশকে পথ দেখাবে বাংলাই।

ঐক্যবদ্ধ সর্বধর্মসমন্বয় ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে

আপনাদের আশীর্বাদধন্য একান্তই

মমতা
সভানেত্রী
সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইস্তাহার

লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহারে তিনি একদিকে যেমন রাজ্যে তাঁর নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সাফল্য ও জনগণের উপকৃত হওয়ার উদাহরণ তুলে ধরেছেন, তেমনই জাতীয় স্তরে বার্তা দিয়েছেন। জননেত্রী একদিকে যেমন এই ইস্তেহারে কেন্দ্রে 'মোদি-শাহ'দের শাসনে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তেমনই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ও যোজনা কমিশন ফিরিয়ে আনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতেও বক্তব্য রেখেছেন। পাঁচ বছর আগে দেশের মানুষকে 'আচ্ছে দিন'-এর মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের কাজের হিসাব-নিকেশ শুরু হয়ে গিয়েছে। হিসাবের খাতায় দেখা যাচ্ছে এই সরকার জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি, উল্টে দেশকে সবদিক থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থনীতি, বিদেশনীতি সব দিক থেকেই এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সামাজিক অবনমন ঘটেছে। শাসকের বিভাজনের রাজনীতিতে দেশের সর্বত্র দাঙ্গা-হিংসা ছড়িয়েছে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হয়েছে। কোনও মানুষের মতপ্রকাশের, নিজ ধর্মাচরণের অধিকার নেই! আসন্ন নির্বাচনে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বের এনডিএ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে রুখতে ও কেন্দ্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক সরকার গড়ার লক্ষ্যে সব মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে প্রায় সাড়ে তিন দশক গায়ের জোরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা সিপিএম নেতৃত্বের বামফ্রন্ট সরকার বাংলাকে শুধু পিছিয়েই দিয়েছে, রাজ্যে কোনও উন্নয়নই হয়নি। হিংসা-সন্ত্রাসের বলি হতে হয়েছে বহু মানুষকে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সবকিছুর পরিবর্তন হয়েছে। সাগর থেকে পাহাড়, সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ— সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছে খুব কম সময়ের মধ্যে। রাজ্যের মানুষ চোখে দেখতে পারছে সেই উন্নয়ন। রাজ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে। শিল্প আসছে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি গুরুত্ব পাচ্ছে ছোট ও ক্ষুদ্রশিল্পও। বাম আমলে হারিয়ে যাওয়া কর্মসংস্কৃতি আবার ফিরেছে রাজ্যে। সংখ্যালঘু, অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারের অন্যতম সাফল্য 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প। কর ব্যবস্থা সংস্কারে বেড়েছে রাজস্ব আদায়। বাংলার পরিবর্তনের পর এবার কেন্দ্রে পরিবর্তন। দেশের মানুষ জননেত্রীর নেতৃত্বে অল্প সময়ে বাংলার উন্নয়ন দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। ভারতের জনতা চাইছেন এবার কেন্দ্রে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিক বাংলাই। জননেত্রী বলেছেন, ভোটের পর অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি তৈরি করা হবে। তার ভিত্তিতেই সরকার গঠিত হবে। বিজ্ঞান থেকে সংস্কৃতি—দেশকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন জননেত্রী। বস্তুত, সব শ্রেণি ও সব বয়সের মানুষের কথা ভেবেই জননেত্রী তৈরি করেছেন এই ইস্তাহার। কৃষকদের জীবিকা ও আয়ের ব্যবস্থা, অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষাতে জোর দিয়েছেন জননেত্রী। একশো দিনের কাজ প্রকল্পকে দ্বিগুণ করে দু'শো দিন করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহারে। জাতীয় ক্ষেত্রে নারী ক্ষমতায়ণের কথাও বলেছেন জননেত্রী।

মোদী সরকারের পাঁচ বছরের ব্যর্থতা ও অপশাসনের দলিল

তিনের পাতার পর

খ) নোটবন্দির ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে, জিডিপি বৃদ্ধি কমেছে এবং এখন দেখা দিয়েছে রাজকোষে ঘাটতি, জিএসটি সংগ্রহে মন্দা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ধাক্কা, কৃষক আত্মহত্যা, রফতানিতে হ্রাস, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চরম সংকট এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে ভয়াবহ দুরবস্থা। আর এর জেরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়।

৫) নোটবন্দির দুর্ভোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রস্তুতি ছাড়াই জিএসটি প্রণয়ন এবং তাই নিয়ে মোদী সরকারের মিথ্যে বাহাদুরি প্রদর্শন : সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ হেনস্তা

ক) নোটবন্দির ভয়াবহ সিদ্ধান্তের পরে আরও দুর্ভোগ নিয়ে হাজির হল যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই জিএসটি প্রণয়ন। আসলে সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হল থেকে বুক বাজানো জিএসটি প্রণয়ন রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যথাযথ পরিকাঠামো তৈরি না করেই জিএসটি চালু করা ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের দিকে।

উপরন্তু, অপর্যাপ্ত জিএসটি নেটওয়ার্ক (জিএসটিএন) প্রচুর কালো টাকা তৈরি করছে এবং হাওলা লেনদেন-এর জন্ম দিয়েছে। ভুয়ো ইনভয়েস-এর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া হচ্ছে, যা তৈরি করছে কালো টাকা।

খ) পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়গুলি নিয়ে পূর্বেই কেন্দ্রকে সতর্ক করেছিল এবং কেন্দ্রকে পরামর্শ দিয়েছিল জুলাই ২০১৭ থেকেই যাতে জিএসটি চালু করে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ঘুম ভেঙেছে এবং তাকে দেখানোর জন্য এখানে সেখানে কিছু কিছু তল্লাশি চালাচ্ছে। তবে দিনের শেষে সত্যি কথা হল, এই বাস্তব বোধহীন অযোগ্য মোদী শাসনে দেশের খেটে খাওয়া গরিব মানুষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তুমুল ভাবে।

৬) মোদী জমানার অপশাসনে বেকারত্ব বেড়েছে বহুগুণ যা গরিবকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ক) মোদী শাসনামলে বেকারত্ব বেড়েছে তুমুল ভাবে, যার ফলে বহু পরিবার মুখোমুখি হয়েছে চরম বিপর্যয়ের। নোটবন্দি এবং প্রস্তুতি ছাড়া জিএসটি চালু করার পরপরই এই বেকারত্ব বৃদ্ধি আরও চোখে পড়ার মতো। ২০১৭ সালে যেখানে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৫০ শতাংশ, সেখানে ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৫.৯৬ শতাংশ।

এটা ভয়াবহ যে, স্বনামধন্য সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি-র দেওয়া তথ্য অনুসারে ২০১৮ সালেই ১.১ কোটি (১১ মিলিয়ন) চাকরি হারিয়েছে দেশে এবং আরও যন্ত্রণার যে, এই চাকরি হারানোর বেশির ভাগটাই ঘটেছে গ্রামীণ অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

এই নিয়ে সন্দেহ নেই যে, এই তুমুল বেকারত্ব বৃদ্ধির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের সাধারণ যুবক-যুবতীরা এবং এই ঘটনা ভারতের অর্থনীতির দুরবস্থাকেই প্রকাশ করছে।

খ) উলটোদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ব্যুরো-র রিপোর্ট অনুসারেই গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব কমেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্য অনুসারে ২০১২-২০১৩ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে চার বছরের মধ্যেই বেকারত্ব কমেছে প্রায় ৪০ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গের এই সাফল্যের পিছনে কারণ হল লেবার ইনটেনসিভ ক্ষেত্রে রাজ্যের সচেতন নজর এবং কৌশলী কর্মকাণ্ড এবং একই সঙ্গে আমরা নজর রেখেছি গড় জিডিপি বৃদ্ধির দিকে।
কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি যা কর্মসংস্থান নয় বরং বেকারত্ব জন্ম দেয়, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ দেখিয়ে দিয়েছে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ। এটাও আসলে মোদী সরকারের আরেকটি ব্যর্থতা।

৭) কথার ফুলঝুরি সত্ত্বেও মোদী সরকার মা গঙ্গা-র ক্ষেত্রে ব্যর্থ

ক) মোদীর আবেগী বহিঃপ্রকাশের অন্যতম হল গঙ্গাকে মা বলে অভিহিত করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে নমামি গঙ্গা প্রকল্পে গঙ্গাকে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই মোদী সরকার। মোদীর নজরে থাকা সত্ত্বেও দেশ প্রত্যক্ষ করল যে, কথার তুবড়ি ছুটিয়েও নমামি গঙ্গা প্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গাকে পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে মোদীর ব্যর্থতা।।

খ) পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে মোদীর ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স ইনডেক্স অনুসারে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৭৭ নম্বরে আছে ভারত। কী লজ্জাজনক!

৮) মেক ইন ইন্ডিয়া-তে মোদী সরকারের তুমুল ব্যর্থতা : বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী

ক) দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠনের জন্য তৈরি হয়েছিল 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্যে প্রমাণিত হয় এটা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয় এবং বাস্তবে মোদী সরকার এঁকেছে ব্যর্থতারই ছবি।

খ) দেশের গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন (জিএফসিএফ) বৃদ্ধির হার দিয়ে সে দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে মাপা হয়। এই বৃদ্ধির হার তীব্রভাবে ধাক্কা খেয়েছে নোটবন্দি, জিএসটি এবং মোদী সরকারের অন্যান্য ভ্রান্ত নীতির কারণে। ২০১৬-১৭ সালে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার ছিল ১০.১৪ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ সালে তা এক ধাক্কায় কমে গিয়ে হয়েছে ৭.৬৩ শতাংশ। এই তথ্যই প্রমাণ করে যে মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান পুরোপুরি ব্যর্থ।

গ) তথ্য অনুসারে মোদী জমানায় ভারতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রটির অবস্থাও হতাশাজনক।

একদিকে নরেন্দ্র মোদী ৫৫ মাসে ৯২টি দেশে গিয়ে বিদেশ সফরের সংখ্যায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এর জন্য খরচ হয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকা যা সাধারণ মানুষের করের টাকা থেকেই নেওয়া হয়েছে। এইসব বিদেশ সফর থেকে বড় বড় বিনিয়োগ প্রস্তাব পাবে ভারত, এমনটা ঢাক পিটিয়ে বলাও হয়েছে।

কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র (আরবিআই) তথ্য দেখলে বোঝা যায় যে, বিদেশি বিনিয়োগ আনার এই দাবিও আসলে মিথ্যে।

২০১৫-১৬ সালে ভারতে এফডিআই বৃদ্ধির হার ছিল ২৭.২৮ শতাংশ, আর মোদী জমানায় ২০১৬-১৭ সালে সেই বৃদ্ধির হার ৫.৯৯ শতাংশ কমেছে এবং ২০১৭-১৮ সালে আরও এক ধাপ পিছিয়ে হার কমেছে ৬.৬০ শতাংশ।

আরবিআই-এর দেওয়া এই তথ্য ঝুলির বেড়াল বাইরে বের করে এনেছে। বিদেশি বিনিয়োগ আনতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ মোদী সরকার। আর তার পরে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানকে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

৯) নাগরিকত্ব বিল নিয়ে মোদী শাসনের ব্যর্থতা

ক) নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে মোদী সরকারের গৃহীত নীতি যেমন, সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট বিল), অসম-এ ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস (এনআরসি), অরুণাচল প্রদেশে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেটস (পিআরসি) উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে অশান্ত করে তুলেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও অশান্তি নামিয়ে আনবে।

খ) নাগরিকত্ব ইস্যুতে মোদী সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছে এবং সেই সূত্রে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে লেগেছে অশান্তির আগুন এবং সেখানকার বহু মানুষদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

গ) মোদী সরকারের ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতার এটি আরও একটি উদাহরণ।

১০) বিভিন্ন জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বিভিন্ন প্রকল্প বা কাজের সাফল্য নিয়ে ভিত্তিহীন দাবি করেছেন। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির মিথ্যে সাফল্য বার বার উঠে এসেছে তাঁর ভাষণে—

ক) গ্রামীণ স্বাস্থ্য-পরিষেবা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ
খ) উজ্জ্বলা যোজনা-র অধীনে এলপিজি সংযোগ
গ) গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন
ঘ) ব্রডব্যান্ড সংযোগ
ঙ) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার সংখ্যা

দিল্লিতে আজ দরকার জনগণের সরকার

ভারতের জনসাধারণের প্রতি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর নিবেদন

এই ইস্তাহারটি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে ভারতের জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে উল্লিখিত বিপজ্জনক কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিভাজন, ঘৃণা, স্বৈরতন্ত্রর-হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা আমাদের এই মুহূর্তের কর্তব্য। ভারতবর্ষের একতার সাতরঙা রংধনু উদযাপন করা, এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের দায়িত্ব।

১) আমাদের বিশ্বাস গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সব মানুষ, ধর্মমত ও বিশ্বাসের সমান স্থান।

২) সুতরাং আমাদের বিশ্বাস ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে।

৩) আমাদের সংবিধানে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আমাদের বিশ্বাস। দেশের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে রাজ্যগুলির ক্ষমতায়ন অতীব প্রয়োজনীয়। একই সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস সংবিধানে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের হওয়া উচিত ধনাত্মক এবং ঐক্যমূলক।

৪) আমরা যখন, অন্তর্ভুক্তির কথা বলছি, আমরা অবহিত আছি সংখ্যালঘু, তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ আমাদের দেশের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজে, অর্থনীতিতে এবং রাজনীতিতে তাঁরা উপেক্ষিত, অবহেলিত।

৫) আমরা জোরদারভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতীয় নীতির উচিত এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষদের সসম্মানে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা। মোদী সরকারের হাতে যা গত ৫ বছর ধরে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

আমাদের রাজ্যে, পশ্চিমবাংলায় সংখ্যালঘুদের জন্য উন্নয়ন বহুমাত্রিক।

দেশের মধ্যে বাংলা আজ সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বর। ২ কোটি ৩ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ৫,২৫৭ কোটি টাকারও বেশি।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িক উদ্যোগীদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা সারা দেশের মধ্যে এক নম্বর। ৮ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীকে স্বরোজগারের জন্য ১৩০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে।

আমরা রাজ্যের এই উন্নয়নের উদাহরণ জাতীয় ক্ষেত্রে এবং সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (OBC) তালিকাভুক্ত করে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৯৪ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা আজ সংরক্ষণের আওতায়। এটি তাদের জন্য একটি উন্নততর ভবিষ্যতের পথ সুনিশ্চিত করবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আসনসংখ্যা কোনোরূপ হ্রাস না করেই অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আসনসংখ্যা ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই কারণে আসনসংখ্যা যথাযথভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের ভাষাগত উন্নয়নের জন্যেও আমরা অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছি—

আমরা পশ্চিমবাংলার সাফল্য থেকে আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা নেব।

হিন্দিভাষাকে রাজ্যে দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিন্দি ছাড়াও উর্দু, নেপালি, পাঞ্জাবি, সাঁওতালি, ওড়িয়া, কামতাপুরী, রাজবংশী, কুরুখ এবং কুড়মালি ভাষাকেও বাংলায় দ্বিতীয় সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, অনগ্রসর শ্রেণি, দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে আরও বেশি মজবুত করা আমাদের লক্ষ্য।

২০১৪-১৫ সাল থেকে শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করেছি।

১ কোটি বাইসাইকেল সবুজসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সারাদেশের তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষকে। এক আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের রাজ্যে গত সাত বছরে আমরা প্রায় ৬৫ লক্ষ বকেয়া শংসাপত্র জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রদান করেছি। ফলত কোনো বকেয়া জাতি শংসাপত্র আজ আর নেই।

৬) জাতীয় ক্ষেত্রে নারী ও কন্যা আমাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিতে অগ্রাধিকার পাবেন।

আমরা গর্বিত ১৮ বছর পর্যন্ত মেয়েদের সামাজিক উন্নতিকল্পে রচিত কন্যাশ্রী প্রকল্প জাতিসংঘের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পেয়েছেন। ৬২টি দেশের ৫৫২টি সামাজিক প্রকল্পের মাঝখান থেকে কন্যাশ্রীকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

'কন্যাশ্রী' প্রকল্পে বার্ষিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে — ফলে, এখন সবাই 'কন্যাশ্রী'। সারা রাজ্যে, ৬০ লক্ষেরও বেশি 'কন্যাশ্রী' আছে। এই প্রকল্পে ১৮ বছরের পরে বিয়ে না করে কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এককালীন ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে।

১ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ থেকে, কন্যাশ্রী প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬,৫৮০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। কন্যাশ্রীকে অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পটি আসে ২ বছর পর, ২২ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে, কিন্তু এতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ অতি সামান্য ৫৬২ কোটি টাকা।

আমাদের লক্ষ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কন্যাশ্রী প্রকল্পকে সারা ভারতের ক্ষেত্রে বিস্তার করা।

৭) ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য আমারা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে ঠিক করব অর্থনৈতিক কর্মসূচি। আমাদের অর্থনৈতিক নীতি শুধুমাত্র ৭ - ১০ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধিতেই আটকে নেই, বরং বিশেষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও লক্ষ রাখে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছি আমাদের জিডিপি সারা দেশের তুলনায় খানিকটা বেশি। শুধুমাত্র তাই নয়, রাজ্যের বেকারত্ব হ্রাস ঘটেছে ৪০ শতাংশ (ভারত সরকার অধীনস্থ, শ্রম দপ্তরের মতে)। ২০১১-১২ থেকে ২০১৮ -১৯-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। (৯৯.২২লক্ষ)

এই সাফল্য কিছুটা প্রতিফলিত হয় আমাদের শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ নজরের ফলে। ২০১০-১১ সালের ৮৯টি ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পক্ষেত্র এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২২টিতে, ফলত প্রচুর কর্মসংস্থান হচ্ছে।

আমরা সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, তাদের নিজস্ব দক্ষতা নির্বাচনে সহায়তা করে শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করব। এই শ্রমনিবিড় শিল্পে উৎপাদিত জিনিসের অধিকাংশই রপ্তানিযোগ্য।

অদূর ভবিষ্যতে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মসৃষ্টি, শিল্পসৃষ্টি এবং কৃষিসৃষ্টিতে নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভারত বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেব। আমরা প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভবনামূলক ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেব। এই ক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যতের কারিগরি যেমন ব্লকচেন এবং এ আই সংক্রান্ত নানা গবেষণায় নিযুক্ত থাকব। আমরা সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখব সাধারণ মানুষ যাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবনধারণের মান বৃদ্ধির স্বাদ পান। কারিগরি বিদ্যাকে আমরা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করব। ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্টিতে নয়।

পাঁচের পাতায়

দিল্লিতে আজ দরকার জনগণের সরকার

চারের পাতার পর

কর্মসংস্থান এবং বৃদ্ধির নীতি আমাদের দক্ষতা প্রদানে এবং যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করবে এর ফলে সারা দেশে ডেমোগ্রাফিক লভ্যাংশের পরিমাণ বাড়বে এবং আমরা ডেমোগ্রাফিক ঘাটতি থেকে সরে আসব।

উন্নয়নের এই মডেলের মাধ্যমে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সময় নির্ধারিত একটি পরিকল্পনা মারফত দেশের যুবশক্তিকে কর্মসংস্থানের পথ দেখাতে পারব।

৮) আমরা তৈরি করব ন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ-এর ফলে ৪৫ দিনের লক্ষ্য রেখে এই রিজার্ভগুলিকে অতিরিক্ত স্টক রাখার কাজে ব্যবহার করা হবে, ফলে পেট্রোলিয়ামের মূল্য সাধারণ মানুষের জন্য একটি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকবে। বর্তমানে আমাদের এই রিজার্ভটি মাত্রা ৫-৬ দিনের। মোদী সরকার সাড়ে চার বছরে এই ব্যাপারটির দিকে নজর দেয়নি। ফলত পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বাড়তেই থেকেছে। অথচ সারা পৃথিবীতে ক্রুড তেলের দাম কমে গেছে অনেকটাই। এটা হাইড্রো কার্বন ক্ষেত্রে মোদী সরকারের সাধারণ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এবং দূরদর্শিতার অভাবের একটি উদাহরণ।

৯) সাধারণ মানুষ এবং সরকারের মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য আমরা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ই-গর্ভন্যান্স সৃষ্টি করব। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিক্ষা নিতে পারি এই ক্ষেত্রে।

১০) আমরা একটি স্বচ্ছ সময় নির্ধারিত দেখভালের সংগঠন গড়ে তুলব যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্প পরিমাপ যোগ্য ফলাফল পায়। আমরা অন্যান্য রাজ্যকেও এই পথে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেব।

১১) কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকল্পের সময়সীমা কমাব যাতে জনসাধারণকে দ্রুত এবং আরও উন্নত সেবা দেওয়া যায়।

১২) আমরা লোকপাল এবং লোকযুক্ত সমস্ত রাজ্যে নিয়ে যাব যাতে দুর্নীতি দূর হয়। এবং রাজ্য চালনায় থাকে স্বচ্ছতা।

১৩) পঞ্চায়েত রাজকে আমরা আরও গভীরে নিয়ে যাব যাতে গভর্ন্যান্সের বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় এবং তৃণমূলস্তরের এই প্রতিষ্ঠানকে আমরা মৈত্রীমূলক গণতন্ত্রের মাধ্যমে রক্ষা করতে পারি।

১৪) আমরা সর্বদাই সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে। We want electoral reforms। আমরা সর্বস্তরীয় নির্বাচন সংক্রান্ত উন্নয়ন নিয়ে আসব আন্তর্জাতিক উদাহরণকে সামনে রেখে। এর ফলে দুর্নীতি গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকবে। আমরা সরকার বিনিয়োগকৃত একটি নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তুলব, যা ইতিমধ্যেই ৬২টি দেশে কার্যকরী। এর মধ্যে যেমন আছে থাইল্যান্ড, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার মতো উন্নয়নশীল দেশ, তেমনই রয়েছে ইউকে, জার্মানি, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের মতো উন্নত দেশ।

১৫) ছাত্র ও যুবক, কৃষক ও শ্রমিক, খেতমজুর, মহিলা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশিলি, আদিবাসী, অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া সম্প্রদায় (OBC) সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রিস্টান — সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, বিন্ধ্য পর্বত থেকে দ্বারকা, নালন্দা থেকে বারাণসী, জয়পুর থেকে বাংলা, অসম থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ঝাড়খণ্ড থেকে ওড়িশা, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, মধ্য থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত, সাগর থেকে পাহাড়, জঙ্গলমহল থেকে আমাদের সাধের উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ — সর্বত্র মা-মাটি-মানুষকে উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা গড়ে তুলব এক নতুন ভারত।

১৬) আমরা বিচারব্যবস্থাকে দেব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

১৭) আমরা জমে থাকা কেসের পাহাড় সরানোর জন্য বিচার ব্যবস্থার বিশেষ সংশোধন করব। যে সংশোধন দেশের নিম্নতম থেকে উচ্চতম আদালত সবই এর আওতায় পড়বে। আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে গড়ে তুলব ফাস্টট্র্যাক কোর্ট, যার ফলে বিচার ব্যবস্থার গতি আসে।

আমরা গড়ে তুলব মহিলাদের জন্য বিশেষ কোর্ট। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা মহিলাদের মাধ্যমে সংগঠিত। মহিলা তপশিলি জাতি ও উপজাতি, নাবালক, নাবালিকা এবং বৃহত্তর জনসংখ্যা তাদের উপর ঘটে যাওয়া অবিচারের দ্রুত বিচার পাবে। এই দর্শনকে কার্যকরী করতে দেশের নিম্নতম থেকে উচ্চতম আদালতে দরকার যথেষ্ট সংখ্যক বিচারক। আমরা এই গুরুভার নিতে পিছপা নই।

১৮) স্বাস্থ্য সবার — এই লক্ষ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় জিডিপি-র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আমরা বিবেচনা করছি। বর্তমান ১ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশের লক্ষ্যে পৌঁছতে।।

- আমাদের লক্ষ্য দেশের প্রতিটি গ্রামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া।
- স্বাস্থ্য সবার প্রকল্পে মা এবং শিশুকে আমরা কেন্দ্র ভাগে রাখছি।
- আমরা সারা দেশে শিশুদের জন্য বিশেষ Sick Neonatal Care Unit (SNCU) এবং Sick New Born Stabilization Unit গড়ে তুলব।
- পশ্চিমবঙ্গের মতোই সমস্ত সরকারি হাসপাতাল সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঔষধ, চিকিৎসা এবং রোগ নির্ধারণ করবে।
- আমাদের অভিপ্রায় ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক পারিবারিক আয় সমৃদ্ধ সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে একটি স্বাস্থ্যবীমার আওতাভুক্ত করা।
- ৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক পারিবারিক আয় সমৃদ্ধ বয়স্ক মানুষজন পাবেন বিনামূল্যে মেডিকেল পরিষেবা।
- এটি আমাদের লক্ষ্য যাতে দেশময় প্রিভেনটিভ কেয়ারের পরিমাণ বাড়ে এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ কমে।
- আমরা সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরও বেশি পরিমাণ গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে আসব।
- আমরা মহকুমা স্তরে গড়ে তুলব মাল্টি ও সুপারস্পেশালিটি হসপিটাল। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এররকম ৪৩টি হসপিটাল গড়ে তুলেছি।
- আমরা কলেজে ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক, ডায়াগনোস্টিক টেকনিশিয়ান এদের সিটের পরিমাণ বাড়াব।
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে আমরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব।

১৯) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ১০০ শতাংশ করবার লক্ষ্য আছে আমাদের। আমরা সমস্ত রাজ্য, জেলা ও জাতীয় সড়ক

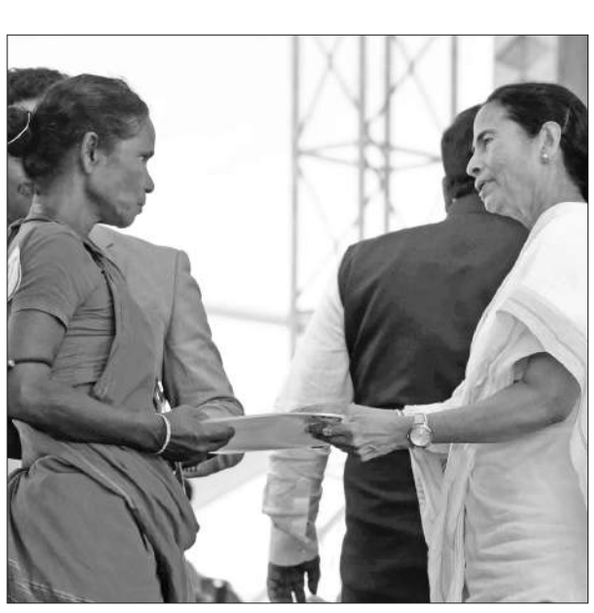

সংযুক্তিকরণের প্রকল্প নিতে বদ্ধপরিকর।

২০) ৭১ বছরের স্বাধীনতার পর, এখন দেশের অনেক গ্রামে পানীয় জল নেই। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমরা দেশের প্রতিটি গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে চাই।

বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক জায়গা যেখানে জলে আর্সেনিক ফ্লুওরাইড এবং নুনের সমস্যা আছে সেখানে সমস্যার সমাধান করতে চাই দ্রুতগতিতে।

২১) শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা ব্যয় বাড়াতে চাই। জিডিপি-র ৬ শতাংশ অবধি। এখন এর পরিমাণ ৩ শতাংশ (৩.২৪)। আমাদের আশা এই ব্যয়ের ৭০ শতাংশ ব্যবহার হবে স্কুলগুলিতে আর বাকি ৩০ শতাংশ উচ্চশিক্ষা এবং মনুষ্য মূলধন সংক্রান্ত গবেষণা ব্যবহৃত হবে।

- আমরা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মনোনিবেশ করব এবং একই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোর দিকে নজর দেব।
- আমরা একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গড়ে তুলব যা কর্ম সৃষ্টিকারী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, কিন্তু কোনওভাবেই এতে জ্ঞান আহরণের পথ বন্ধ হবে না। এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে লিবেরাল আর্ট নামে পরিচিত। বিশেষজ্ঞদের এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারকে সঠিক পথে চালিত করবে এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে এবং তাকে উচ্চতর মাত্রায় নিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করবে।
- গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে ২৮ টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫০টি নতুন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ১১ টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে।
- গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে ৮ টি মেডিকেল কলেজ চালু করা হয়েছে, আরও ১০ টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে।
- বিশ্বের উদাহরণ সামনে রেখে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাঋণ দান করব।

পশ্চিমবঙ্গের এই উদাহরণ সামনে রেখে সারা দেশ ব্যাপী প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সর্বস্তরে মান উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর রাখব।

২২) সাধারণ মানুষেদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়েছেন তাদের জন্য একটি নতুন স্কিম নিয়ে আসব, যার ফলে তারা গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানে বিশেষ সুবিধা পাবেন। দেশের যুবশক্তিকে আমরা বাণিজ্য সংগঠনের বিশেষ সহায়তা করব।

২৩) কৃষি এবং কৃষি সংক্রান্ত মৎস্যচাষ, পশুপালন আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পাবে।

- আমরা দেশের চাষিদের উৎপাদিত চাল, পাট, গম এবং অন্যান্য মুখ্য শস্য উৎপাদনে একটি যথোপযুক্ত সংগ্রহমূল্য প্রদান করব।
- কৃষকদের উৎপাদন বৈপ্লবিক হারে বাড়ানোর জন্য একটি বিশেষ কৃষক উৎপাদন প্রকল্প আমরা গ্রহণ করব।

আমাদের বিশেষ নজর থাকবে উচ্চমানের বীজের উৎপাদন সরবরাহ এবং গবেষণায়। এ ক্ষেত্রে চাষিদের একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার লক্ষ্যে আমরা শস্য বিভাজন এবং বহু ফসলি ব্যবস্থার পরিকল্পনা রাখি।

- সারাদেশে ঋণ শুধুমাত্র কিষান ক্রেডিট কার্ড-এ সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা কৃষকদের জন্য ঋণ সংক্রান্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতির কথা মাথায় রাখছি
- ছোট এবং প্রান্তিক চাষি যারা ঋণ নিয়ে শোধ দিতে পারছেন না, তাদের জন্য ঋণ মকুবের একটি বিশেষ স্কিম-এর কথাও আমাদের পরিকল্পনায় আছে।
- কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সঠিক কারিগরির জন্য এবং গ্রামে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আমাদের থাকবে বিশেষ প্রকল্প। গ্রামের কেন্দ্রীকরণ হবে উন্নয়নের এই মডেলের অন্যতম অঙ্গ। কৃষকদের সন্তানদের কাছে আমরা পৌঁছে দেব কারিগরি উন্নয়ন এবং শিক্ষার সুযোগ।
- দেশের উপকূলবর্তী মৎস্যজীবী এবং দেশের অভ্যন্তরের মৎস্যচাষির জন্য আমরা একটি স্থিতিশীল উন্নয়নের পথ তৈরি করব। ছোট এবং প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের উন্নয়ন আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পাবে।।
- জাতীয় পশুসম্পদ নীতি টিকে আমরা পুনর্বিবেচনা করব। আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকবে কৃষকদের এবং ছোট পশুপালকদের প্রতি
- পোল্ট্রি চাষ কৃষিসংক্রান্ত সহযোগী শিল্পের একটি প্রধান অংশ এবং এই ক্ষেত্রে বহু মহিলা নিযুক্ত। আমরা এই ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের বিশেষ ভাবে উৎসাহ প্রদান করব।
- দুগ্ধ বিপ্লবের গতি অব্যাহত রাখার জন্য সারা দেশে আমরা ভ্যালু অ্যাডেড দুগ্ধজাত দ্রব্যের (চিজ, বাটার, ঘি, মিষ্টি, কনফেকশনারি) প্রতি বিশেষ নজর দেব।

২৪) দেশে ফুড প্রসেসিং শিল্প এখনও অনেকটা পিছিয়ে। এমন ধরা হয় যে দেশে উৎপাদিত ফলের ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়। তার কারণ দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কোল্ড চেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাব। আমরা এই ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেব, যার মধ্যে থাকবে সৌরশক্তি চালিত গুদামঘর। এছাড়া কোল্ড চেন মারফত শীতলায়িত কন্টেনার পরিবহণের জন্যেও থাকবে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা।

আমরা কাঁচামালকে প্রক্রিয়াকৃত দ্রব্যে পরিণত করবার বিশেষ পরিকল্পনা রাখি। এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বজনীন সেফটি স্ট্যান্ডার্ড মেনেই এগোব।

ফুড প্রসেসিংয়ের প্রতি বিশেষ এই দৃষ্টি কৃষিজমি থেকে খাবার টেবিল এই নানা পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থান করবে

২৫) দেশের ক্ষুদ্র মাঝারি এবং কুটির শিল্পর প্রতি দৃষ্টিপাত অতি প্রয়োজনীয় একটা দিক, ডিমনিটাইজেশন এবং অপরিণত GST-এর মাধ্যমে এই ক্ষেত্রটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

- আমরা দেশের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার জন্য নিয়ে আসতে চাই উন্নত কারিগরি বিদ্যা। এই ক্ষেত্রটি ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানে এবং বাণিজ্য সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেবে উন্নয়নের তৃণমূল স্তরে।
- পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যে এমএসএমই সেক্টরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের শাসনকালে বাংলায় এমএসএমই ক্লাসটারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯ থেকে ৫২০ তে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত ঋণের হিসেবে বাংলার স্থান দেশের মধ্যে প্রথম। ২০১৭-১৮ সালে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৪০০০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গ এখন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে এমএসএমই ঋণ সরবরাহের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে।

২৬) দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রে বহু মানুষ কাজ করেন, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের মতে ভারতের ৫২৭ লক্ষ কর্মরত মানুষের মধ্যে ৯২ শতাংশ কাজ করে এই ক্ষেত্রে। এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রে বহু ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক সংগঠকরা যুক্ত। আমরা এই বিশেষ ক্ষেত্রে নজর দেব। ব্যাঙ্ক ফিনান্স, কারিগরি উন্নয়ন, মার্কেটিং এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও ক্লাস্টার সৃষ্টি করা যায় কি না সেদিকে আমরা নজর রাখব। আমরা এর জন্য তৈরি করব একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স, যা আমাদের নীতি নির্বাচনে সাহায্য করবে।

২৭) স্বাধীনতার ৭১ বছর পর কারিগরি ক্ষেত্র জিডিপি-এর মাত্র ২ ৬% উৎপাদন করে। আর উৎপাদন শিল্প সেক্ষেত্রে উৎপাদন করে ১৬%।

আমাদের একটি জাতীয় শিল্পনীতি থাকা উচিত যেটা উৎপাদন শিল্প, খনি শিল্প, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য শিল্পকে নিয়ে আসবে এক ছাতার তলায়। এই পলিসি শিল্পগত গবেষণাকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট পাঠের সঙ্গে যুক্ত করে দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় দেশকে কারিগরিগত দিক থেকে এগিয়ে রাখবে। শিল্প রপ্তানি এই নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে।

২৮) তথ্যপ্রযুক্তি ও তৎসংক্রান্ত শিল্প খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। ব্যাক অফিস বিপিও-র দিন শেষ হতে চলেছে। সেইজন্য আমরা ভারতকে দুনিয়ার দরবারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক চেন, মেশিন লার্নিং, বিগ ডাটা এবং ডাটা অ্যানালিটিক্স-এর ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে প্রমাণ করতে চাই।
এই সমস্ত ক্ষেত্রকে আমরা শিল্প আধুনিকীকরণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন এবং অন্যান্য সামাজিক পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। সেই কারণে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইটি পলিসির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যার আমদানি যা আমাদের দেশের ওপর একটি বোঝা হয়ে বসে আছে, সেটিকেও আমরা নাশ করতে চাই।

২৯) আমরা শিল্পবান্ধব আইন চালু করতে চাই। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবেন শ্রমিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেই। একটি উচ্চ ক্ষমতাশীল পরিষদ এই ব্যাপারটি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

৩০) দেশের প্রতিটি অংশের ছোট এবং বড়, স্থানীয় এবং সনাতন সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতার মারফত আমরা একটি ন্যাশনাল কালচারাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গড়ে তুলতে চাই।

- পশ্চিমবঙ্গে সফলভাবে গ্রামীণ ও লোকশিল্পীদের ভাতা ও মেডিক্যাল ইস্যুরেন্স প্রদান করা হয়েছে।
- আঞ্চলিক সিনেমা, থিয়েটার, সংগীত ও যাত্রার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হবে।

৩১) দেশের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির স্বনির্ভরতার জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৩২) আমাদের দেশের পাহাড়ি এলাকার সমস্ত মানুষদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের পাহাড়ি এলাকার সমস্ত মানুষদের জন্য বিশেষ প্রকল্প আনা হবে। পশ্চিমবাংলায় কালিম্পং, মিরিক, দার্জিলিং, কার্শিয়াং-এ সমস্ত পাহাড়ি এলাকা আমাদের গর্বের। এই এলাকার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের সরকার সদা জাগ্রত। এই উদাহরণ সামনে রেখে সারা দেশের সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকব। একইভাবে "সপ্ত সিন্ধু" অঞ্চলও থাকবে আমাদের উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে।

৩৩) এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে বিশেষ আর্থিক সহায়তা সত্ত্বেও, আমাদের দেশের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সন্তোষজনক নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে উত্তর, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য বাস্তব, টেকসই, মানবকেন্দ্রিক এবং পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নের উপর মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। ৬৬ শতাংশ ফরেস্ট কভার, বৃহৎ হাইডেল পাওয়ার পোটেনশিয়াল, প্রধান অ্যাগ্রো-প্রসেসিং সুযোগ-সুবিধা, ঐতিহ্যগত টেক্সটাইল, অসাধারণ পর্যটন ব্যবস্থার দ্বারা আমরা ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আন্দামান, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং সিকিমকে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রাখি। বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে এই সমস্ত রাজ্যগুলির উন্নয়ন অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্যগুলিকে এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। ছয়ের পাতায়

মা মাটি মানুষ সরকারের সাড়ে ৭ বছরে রাজ্যের উন্নয়ন — এক নজরে

পশ্চিমবঙ্গে সুশাসনের নজির

- রাজ্যের প্রায় ১০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৯০% মানুষই কোনও না কোনও সরকারি পরিষেবার সুবিধা পেয়েছেন।
- বর্তমান সরকারের কর্মসূচি মানুষের জন্ম থেকে অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করেছে।
- শিশু জন্মালেই, 'সবুজশ্রী' প্রকল্পে একটি মূল্যবান গাছের চারা — এরপর আছে কন্যাশ্রী', 'শিক্ষাশ্রী', 'সবুজসাথী', স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ, 'খাদ্যসাথী', 'যুবশ্রী', 'রূপশ্রী', 'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প', 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রভৃতি একগুচ্ছ প্রকল্প। সব শেষে আছে 'সমব্যথী'।

- **দেশের মধ্যে ১ নং**
  - জিএসডিপি বৃদ্ধির হার দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি
  - ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস ও গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে দেশের মধ্যে সেরা
  - স্কিল ডেভলপমেন্টে দেশের মধ্যে ১ নং
  - কাজের স্বচ্ছতা ও ই টেন্ডারিং এ দেশের সেরা
  - এম এস এম ই সেক্টরে ঋণদানে দেশের সেরা
  - ইজ অব ডুয়িং বিজনেসে দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা
  - সংখ্যালঘু বৃত্তি ও ঋণ প্রদানে দেশের সেরা
  - কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে দেশের সেরা (৩ গুণ আয় বেড়েছে)
- **এগিয়ে বাংলা —**
  - বাংলার জিভিএ (Gross Value Added) বৃদ্ধির গড় জাতীয় গড়ের থেকে ৬৫% বেশি।
  - বাংলার শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির গড় জাতীয় গড়ের থেকে ১৯৪% বেশি
  - বাংলার পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃদ্ধির গড় জাতীয় গড়ের থেকে ২৬% বেশি
  - বাংলার কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৃদ্ধির গড় জাতীয় গড়ের থেকে ২৪৭% বেশি
  - রাজ্যের রাজস্ব আদায় গত সাড়ে ৭ বছরে আড়াই গুণ বেড়েছে
  - রাজ্যে বেকারত্বের হার কমেছে ৪০%
  - গত সাড়ে ৭ বছরে রাজ্য সরকারের মূলধনী ক্ষেত্রে খরচ বেড়েছে ৯ গুণ, সামাজিক ক্ষেত্রে খরচ বেড়েছে ৪ গুণ, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রায় ৭ গুণ এবং পরিকাঠামো প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
  - সারা দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি ধান, সবজি, মধু ও মাছের চারা উৎপাদন
- **কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র —**
  - কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ গুণ।
  - খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য পরপর ৫ বার ভারত সরকারের কৃষিকর্মণ পুরস্কার।
  - ৩০শে জানুয়ারি, ২০১৯ চালু করা হয়েছে 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্প — রাজ্যের কৃষকদের বছরে দুই কিস্তিতে একর প্রতি ৫ হাজার টাকা সহায়তা।
  - যাদের এক একরের কম জমি আছে, তারাও জমির পরিমাণ অনুয়ায়ী আনুপাতিক হারে (ন্যূনতম এক হাজার টাকা) সহায়তা পাবেন।
  - ১৮ বছর থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কৃষক মারা গেলে পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা সহায়তা।
  - এর জন্য রাজ্য সরকারের প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে।
  - এই প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৭২ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন।
  - কৃষকদের শস্যবিমার প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ টাকাই রাজ্য সরকার বহন করছে, কৃষকদের এর জন্য কোনও টাকা দিতে হচ্ছে না — এর জন্য সরকারের বছরে ৭০০ কোটি টাকা খরচ হবে।
  - কৃষকদের ধানের ন্যায্য মূল্য সরাসরি হাতে পাওয়া সুনিশ্চিত করতে চালু করা হয়েছে 'নিজে ধান দিন, নিজে চেক নিন' প্রকল্প।
  - কৃষি জমিতে খাজনা ও মিউটেশন ফি সম্পূর্ণ মকুব করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ খরিফ মরশুমে, ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (২০১৭-১৮ খরিফ মরশুমের কুইন্টাল প্রতি ১৫৫০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ১৭৫০/- টাকা করা হয়েছে।
  - অন্যান্য ফসলের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে।
  - প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৬৬ লক্ষ কৃষক পরিবারকে নতুন করে চাষ করার জন্য রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় ২ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
  - কৃষক বার্ধক্যভাতার পরিমাণ মাসিক ৭৫০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০/টাকা এবং উপভোক্তার সংখ্যা ৬৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ করা হয়েছে।
  - ৯৬৩টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে নামমাত্র ভাড়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
  - ৫০ লক্ষেরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
  - ডালশস্যের উৎপাদন ২.৫১ গুণ, তৈলবীজের উৎপাদন ১.৬ গুণ, ভুট্টার উৎপাদন ৩.৮ গুণ, মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১.২৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষকদের কয়েক গুণ বেশি উপার্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে।
  - সারা রাজ্যে মোট প্রদত্ত কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সংখ্যা ৬৯ লক্ষেরও বেশি, ২০১১ সালের আগে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭ লক্ষ।
  - সারা রাজ্যে ১৮৬টি 'কিষান মান্ডি' গড়ে তোলা হয়েছে।
  - নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'মাটি উৎসব।
  - সিঙ্গুর আন্দোলনের স্মরণে মনুমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। এই আন্দোলনকে স্মরণ করে প্রতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুর দিবস হিসাবে পালন করা হয়।
  - নন্দীগ্রাম কৃষক আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১৪ই মার্চ 'কৃষক দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনে কৃষকদের 'কৃষকরত্ন সম্মান প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়।
  - সারা রাজ্যে ২০১১-১৭ সালে প্রদত্ত পাট্টার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৫ হাজারেরও বেশি, যেখানে ২০০৫-১১ সালে এই সংখ্যা ছিল মোটে ১ লক্ষ ৬০ হাজার।
  - বাড়িতে বসে অনলাইনে জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা যেমন জমির পর্চা, মিউটেশন, কনভার্সন ইত্যাদি পাওয়ার জন্য নতুন ইলেকট্রনিক ডেলিভারি সার্ভিস সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
  - উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির মিউটেশনের ক্ষেত্রে মিউটেশন ফি মকুব করা হয়েছে।
  - যেসব পঞ্চায়েতে এখনও ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছয়নি সেখানে রাজ্য সরকারের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
  - 'ময়না মডেল'-এর মাধ্যমে জলাশয়ে রুই কাতলা মৃগেল ইত্যাদি মাছের চারা তৈরি এবং চাষ করে বছরে হেক্টর প্রতি ১২০০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা হচ্ছে।
  - 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে ২ লক্ষ ৬২ হাজারের বেশি পুকুর কাটা হয়েছে যেগুলি মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।
  - মৎস্যজীবীদের জন্য আবাস তৈরির অনুদান ৭৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
  - প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের প্রায় ১৫ হাজার প্রাণীবন্ধু/প্রাণীমিত্র/প্রাণীসেবীদের, ১৫০০/- টাকা নিয়মিত পারিশ্রমিক সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি কাজ করলে অতিরিক্ত উৎসাহ ভাতা সহ প্রতি ৩ বছর অন্তর, ১০% হারে পারিশ্রমিক বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
  - হাঁস ও মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে নতুন বিশেষ উৎসাহ প্রকল্প-২০১৭
  - এই প্রকল্পে, ডিম উৎপাদক হাঁস বা মুরগির খামার স্থাপনের জন্য সরকার থেকে অনুদান, মেয়াদি ঋণের ওপর সুদে ভরতুকি, বিদ্যুৎ মাশুলের ওপর ভরতুকি ও ছাড় এবং স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি- তে ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে।

সাতের পাতায়

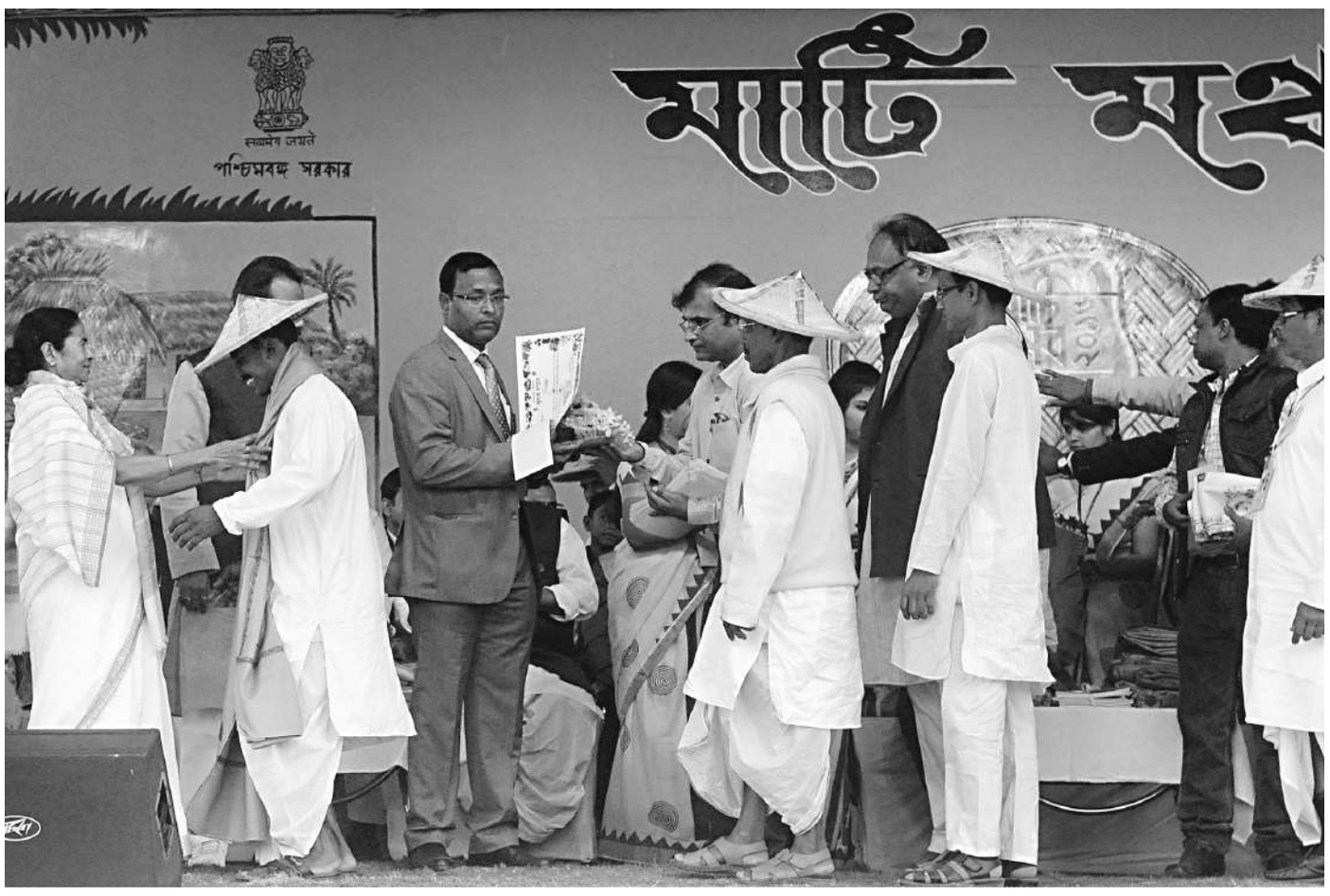

দিল্লিতে আজ দরকার জনগণের সরকার

পাঁচের পাতার পর

৩৪) আমাদের দেশের উপজাতীয় এলাকাগুলির বৃদ্ধি ও উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হবে।

৩৫) আমাদের সংকল্প পর্যটনকে শিল্পের তকমা দেওয়া এবং একটি জাতীয় পর্যটন প্রকল্প চালু করা। এটি পর্যটন ব্যবস্থাকে উন্নত করবে, যেখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষ কাজ করেন এবং যেখানে সর্বাধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র বর্তমান পর্যটন স্থানগুলির ওপর জোর দেওয়াই নয়, আমাদের দেশের ভেতর নতুন নতুন পর্যটন স্থান খুঁজে বার করা। আমরা বিশেষভাবে গ্রামীণ পর্যটন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ নজর দেব।

৩৬) আমরা জানি যে, বাণিজ্যকরণ ও নগরায়ণের জন্য পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য আমাদের দেশ প্যারিস চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছে। আমরা সবুজ ও পরিষ্কার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলস্বরূপ, আমরা পরিবেশ বান্ধব এবং মানুষের জন্য উপকারী পরিবেশ নিয়ম গড়ে তুলব।

৩৭) আমাদের দেশে গাড়ির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, মোটর ভেহিকেলস নিয়মের পুনরায় পরীক্ষা প্রয়োজন।

৩৮) দেশে নগরায়ণের দ্রুত বৃদ্ধির প্রয়োজনের কারণ :

- আমাদের দেশে দ্রুত নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণ হাউজিং এবং কম খরচে হাউজিংয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক গরিব মানুষ যেন মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের একটি প্রকল্প আছে যার নাম 'নিজ গৃহ নিজ ভূমি'। অনুরূপ একটি প্রকল্প আমরা সারা দেশের মানুষের উন্নয়নকল্পে নিবেদন করতে চাই। এর ফলে সার্বিকভাবে হাউজিংয়ের সমস্যার সমাধান হবে।

- বিদ্যমান শহরগুলির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং নতুন শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শহরের পরিকাঠামোগত যে চাপ সৃষ্টি হয় তা নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমরা সামগ্রিকভাবে এই চ্যালেঞ্জটি দেখব এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

- শহরের উন্নয়নের জন্য একটি সামগ্রিক টেকসই মডেল এবং শহরের সুযোগ-সুবিধার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা করা হবে। শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের জন্য বিশেষ নজর দেওয়া হবে।।

৩৯) দেশজুড়ে প্রধান হাইওয়ে করিডর অপরিহার্য। আমরা কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং কোহিমা থেকে দ্বারকা, এই 'ফোর সিস্টার্স' - হাইওয়ে করিডোরের দিকে নজর দেব। আমরা 'ফোর সিস্টার্স' প্রকল্প সময়মতো বাস্তবায়িত করব।

৪০) এই মুহূর্তে রেলওয়ে সংস্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটির জন্য আমাদের কাছে 'ভিশন ২০২০' নামক ২০০৯-এ প্রস্তুত ও পার্লামেন্টে উপস্থাপিত একটি অভিনব দলিল আছে। 'ভিশন ২০২০' উন্নততর ভবিষ্যতের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে, কারিগরি উন্নয়ন মারফত।

৪১) জল পরিবহণ করিডর নির্মাণ, গঙ্গা, হুগলি, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ব্রাহ্মণী, মহানদী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্মদা, সুন্দরবনের বদ্বীপ, কেরল ব্যাক ওয়াটার্সকে সঙ্গে নিয়ে। এই করিডরটি শুধুমাত্র মালপত্র পরিবহণের জন্য নয়, বরং টুরিস্টদের জন্য সিরিজ ও হেরিটেজ টুর এর জন্যও ব্যবহৃত হবে।

৪২) আমাদের বেসরকারি ও সরকারি অংশীদারি ব্যবসায় যথেষ্ট লাভ আসেনি। সেইজন্য আমরা এই ধরনের অংশীদারি ব্যবসার পলিসিগুলিকে ভালো করে পড়ে বিচার করব।

৪৩) বর্তমান ইন্ডিয়ান পেনাল কোড এবং সিপিআরসি আইনগুলি সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী সময়ে। আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাতে বিশেষ পরিবর্তন আসেনি। আমাদের এইগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন, যাতে দুষ্টমূলক কাজ এবং মহিলাদের প্রতি অবিচার বন্ধ হয়।

৪৪) জমি অধিগ্রহণ নীতির দৃষ্টিভঙ্গির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। গায়ের জোরে কৃষিসহ অন্যান্য যেকোনও জমি অধিগ্রহণ করা যাবে না। সরকারি ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করা একান্তই প্রয়োজন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি বিভাগের এই ল্যান্ড ব্যাঙ্ক এ জমি থাকা প্রয়োজন। এই জমিগুলিকে শিল্পোন্নয়ন এবং লজিস্টিক্যাল হাব তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই পুরো বিষয়টিতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। এর সঙ্গেই থাকবে জমি ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মও।

৪৫) আমাদের অরণ্য আইনটিও পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যেখানে অরণ্যবাসী মানুষ ও আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার বিপুল প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য হল সকলের জন্য বিদ্যুৎ। ভারতের সমস্ত গ্রামে যেন উচ্চমানের বিদ্যুৎ পৌঁছয় সেটাই হবে আমাদের লক্ষ্য।

৪৭) আমরা অতিদ্রুত ক্লিন এনার্জির দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের বিশেষ নজর থাকবে প্রাকৃতিক গ্যাস, কোল বেড মিথেন, গ্যাস ফায়ার্ড তাপবিদ্যুৎ, অতিরিক্ত জলশক্তিতে নির্ভরশীলতা, শেল গ্যাস, এবং অন্যান্য অচিরাচরিত শক্তির দিকে আমরা নজর বাড়াব। এইজন্য আমাদের প্রয়োজন একটি এনার্জি পলিসি।

৪৮) ইনফ্রাস্ট্রাকচার আধুনিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড। আর এটি মূলত চালিত হয়, বাজেট-এ মূলধনী ব্যয়ের মাধ্যমে। (পশ্চিমবঙ্গ গত সাত বছরের ৮.৫ গুণ বেশি মূলধনী ব্যয় করেছে, এবং এর মাধ্যমে গড়ে তুলেছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সংক্রান্ত সম্পদ) থেকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে আমাদের দেশের আধুনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে, যা নির্মিত হবে উচ্চমানের কারিগরি বিদ্যা দিয়ে।

৪৯) আমরা জানি দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়ে থাকলেও, বৃষ্টির জল সেই সাগরে গিয়েই মেশে। আমরা তাই একটি কার্যকরী রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং পলিসি করব।

৫০) আমরা দেশে ও বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকার আবরণ উন্মোচন করব সঠিক পদ্ধতিতে।।

৫১) সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যাতে স্বাধীনভাবে সসম্মানে নিজের কাজ করতে পারেন তার দিকে আমরা সবিশেষ গুরুত্ব দেব।

৫২) কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনা একান্ত কর্তব্য। এক্ষেত্রে আমরা সমগ্র দেশের আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াব।

৫৩) আমরা যত অধিকমাত্রায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাব, ততই জনসাধারণের স্বার্থে আমাদের আইনকে আরও শক্তিশালী হতে হবে যাতে খাদ্যের, ওষুধের এবং জ্বালানির অপচয় না হয়।

৫৪) আমরা দ্রুত গতিতে জিএসটি কাউন্সিলের মাধ্যমে জিএসটি সিস্টেমের পরিবর্তন আনব যাতে বর্তমানের করুণ অবস্থা থেকে ছোট ও মাঝারি সংস্থার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।

৫৫) ব্যাঙ্ক বিহীন গ্রাম সারা দেশে একটিও থাকবে না। দেশের ডাকঘরগুলির বিস্তার যেহেতু সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি, তাই ডাকঘরগুলিকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিষেবা দানের কাজে ব্যবহার করা হবে।।

৫৬) আমাদের উচিত একটি নতুন বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি নিয়ে আসা যাতে এক্সপোর্ট-এর শুল্ক হ্রাস এবং ইমপোর্ট-এর বর্ধিত শুল্কের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আসে। এক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষ নজর থাকবে এমএসএমই এবং শ্রমনিবিড় শিল্পে। আমরা আমাদের দেশের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হব এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের অন্তর্গত উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির প্রতিও নজর বাড়িয়ে দেব।

৫৭) সমস্ত রাজ্য ও দেশের সর্বদলীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য, আমরা প্ল্যানিং কমিশনটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, যা মোদি সরকার দ্বারা অন্যায়ভাবে ভেঙে দেওয়া হয়। এটি বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়নমূলক বিষয়গুলিকে কার্যকর করবে ও দেশ সঠিক পথে অগ্রসর হবে।

৫৮) রাজ্য সরকারগুলির যদি রাজ্য বিভাজন সংক্রান্ত প্রস্তাব থাকে তবে তা আমরা খতিয়ে দেখব।

৫৯) আমাদের বৈদেশিক নীতি নির্ভরশীল হবে সমস্ত রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর। আমাদের প্রচেষ্টা হবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ বাড়ানো। বিশেষভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে। আমাদের সামগ্রিক দর্শন হওয়া উচিত, বসুধৈব কুটুম্বকম। The world is one sweet family।

৬০) প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটিও প্রাসঙ্গিক। আমরা একটি সময় নির্ধারিত মাস্টার প্ল্যান সামনে রেখে দেশের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সামরিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের উচিত একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত প্রসেস এবং পলিসির সৃষ্টি করা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নিযুক্ত মানুষ ও তাদের পরিবারকে আমরা সবরকম কল্যাণমূলক কাজের আওতাভুক্ত করতে চাই। এছাড়া, সামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য আমরা একটি বিশেষ নীতি কার্যকরী করতে চাই।

৬১) দেশের সকল শ্রেণির জওয়ান এবং তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে আমরা একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করব।

পশ্চিমবঙ্গে সুশাসনের নজির

ছয়ের পাতার পর

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ**
  - সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা
  - স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালেও বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুযোগ। এই প্রকল্পে প্রায় দেড় কোটি পরিবারের প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ নথিভুক্ত। ফলে রাজ্যের ৭৫% মানুষই স্বাস্থ্যবিমার আওতায়।
  - স্বনির্ভর গোষ্ঠী/আশা কর্মী/আইসিডিএস কর্মী/সিভিক ভলান্টিয়ার/ পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি-র নির্বাচিত সদস্যগণ/প্রাক্তণ কৃতী ক্রীড়াবিদ/ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বশিক্ষা মিশন, রাজ্য সরকারি অফিস ও রাজ্য সরকার গঠিত বিভিন্ন কমিশনে নিযুক্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মীগণ/পার্শ্বশিক্ষকগণ, গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যুক্ত হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক/ শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ও মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারক ও সম্প্রসারিকা/ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে বদলি কর্মীগণ/পূর্ব নথিভুক্ত আর এস বি ওয়াই এর সুবিধাভোগী/পরিচারিকা, হকার্স, স্যানিটেশন ওয়ার্কার, পরিবহণ কর্মীগণ, রিকশাচালক, দোকানের কর্মীগণ — এরা সকলে সপরিবার এবং রাজ্যের এস ই সি সি অনুসারে বিবেচিত পরিবারের সদস্যগণ এখন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধাভোগী।
  - মহিলা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসাথী স্মার্টকার্ডটি পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের সুবিধা ওই পরিবারের সকল সদস্য ছাড়াও মহিলার নিজের মা ও বাবা পাবেন।
  - স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকারের বছরে ৯২৫ কোটি টাকা খরচ হবে।
  - জেলা স্তরে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে, সারা রাজ্যে ৪২টি মাল্টি-সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে।
  - সরকারি হাসপাতালে ২৮ হাজারেরও বেশি বেড বাড়ানো হয়েছে।
  - গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে ৮টি মেডিক্যাল কলেজ চালু করা হয়েছে এবং আরো ১০ টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের কাজ চলছে।
  - আজ সারা রাজ্যে ৩০৭টি SNSU এবং ৬৯ টি SNCU রয়েছে, যেখানে ২০১১ সালের আগে একটিও SNSU ছিল না এবং SNCU ছিল মাত্র ৬টি।
  - ৪২টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, ২৬ টি হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট, ১৬টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব, ১১৬টি ফেয়ার প্রাইস মেডিসিন শপ এবং ১৩০ টি ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে।
  - সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতিদের জন্য রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তোলা হচ্ছে ১২টি Waiting Hut'।
  - সারা রাজ্য জুড়ে ১১ হাজারের বেশি হেলথ সাবসেন্টার ও প্রাইমারি হেলথ সেন্টারকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৪৩০ টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে।
  - প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ২০১১ সালের ৬৫% থেকে বেড়ে ৯৭.৫% হয়েছে।
  - শিশুমৃত্যুর হার ২০১১ সালের ৩২ থেকে কমে ২৫ হয়েছে।
  - মাতৃমৃত্যুর হার ২০১১ সালের ১১৩ থেকে কমে ১০১ হয়েছে।
  - টিকাকরণ ২০১১ সালের ৮০% থেকে বেড়ে ৯৯% হয়েছে।
- **শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা —**
  - স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনা পয়সায় বই, ড্রেস, জুতো, ব্যাগ, টেস্ট পেপারস
  - সমস্ত স্কুলে মিড-ডে মিল
  - সমস্ত স্কুলে পানীয় জল, মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার
  - গত সাড়ে সাত বছরে প্রায় ১ হাজার নতুন প্রাইমারি ও ৬ হাজার নতুন আপার প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ৭০০ আপার প্রাইমারি স্কুলকে সেকেন্ডারিতে এবং ২ হাজারের উপর সেকেন্ডারি স্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারিতে উন্নীত করা হয়েছে।
  - রাজ্যে ২৮ টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫০টি নতুন কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ১১টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে।
  - এছাড়া, ২টি হিন্দি মাধ্যম কলেজ ও হাওড়া জেলার আরুপাড়াতে রাজ্যের প্রথম হিন্দি মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে।
  - ঠাকুরনগরে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষ্ণনগরে গড়ে তোলা হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সটেনশন ক্যাম্পাস।
  - কৃষ্ণনগরে গড়ে তোলা হচ্ছে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়।
  - রাজারহাটের নিউ টাউনে প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত ভবন।
  - পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়।

  - গড়ে তোলা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় — পূর্বাঞ্চলের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।
  - সম্প্রতি, চালু হয়েছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউটাউন ক্যাম্পাস। নতুন এই ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১০ একর জমি এবং নতুন ভবন তৈরির জন্য প্রায় ১৮৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।
  - এম ফিল ও পি এইচ ডি ছাত্রছাত্রীদের রিসার্চ স্কলারশিপের টাকা ইউজিসি বন্ধ করে দেওয়ায় রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করেছে।
  - কল্যাণীতে গড়ে তোলা হয়েছে রাজ্যের প্রথম Indian Institute of Information Technology (IIIT) I
  - ফুলিয়ায় গড়ে তোলা হয়েছে রাজ্যের প্রথম Indian Institute of Handloom Technology (IIHT) I
  - হরিণঘাটায় চালু হয়েছে MAKAUT (Maulana Abul Kalam Azad University of Technology)-এর ক্যাম্পাস।
  - কারিগরি শিক্ষায় ১৮৮ টি নতুন আই টি আই ও ৮৮ টি নতুন পলিটেকনিক স্থাপন। যেখানে ২০১১ সালের আগে আই টি আই ছিল মাত্র ৮০ টি ও পলিটেকনিক ছিল মাত্র ৬৫ টি।
  - 'উৎকর্ষ বাংলা' কর্মসূচিতে প্রতি বছর প্রায় ৬ লক্ষ যুবক-যুবতীকে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।
  - 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্প ইউনাইটেড নেশনস-এর সর্বোচ্চ পুরস্কারের জন্য মনোনীত। সারা বিশ্বের ১১৪০ টি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম ৫ টি-র মধ্যে নির্বাচিত।
  - ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৬ সালে অল ইন্ডিয়া স্কিল কম্পিটিশনে প্রথম স্থান অধিকার
- **পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন —**
  - ১০০-দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস ও গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পে বাংলা দেশের সেরা।
  - ১০০-দিনের কাজে, মোট শ্রমদিবস সৃষ্টিতে, পরিবার-পিছু শ্রমদিবস সৃষ্টিতে এবং মোট খরচের হিসাবে বাংলাদেশের মধ্যে ১নং
  - গত সাড়ে সাত বছরে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে প্রায় ৪২,১২৬ কোটি টাকা খরচ করে মোট প্রায় ১৯১ কোটির বেশি শ্রমদিবস তৈরি করা হয়েছে।
  - গ্রাম ও শহরে গত সাড়ে সাত বছরে মোট ৪০ লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং ২৬০০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।
  - ১০০-দিনের কাজ, বাংলার আবাস যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যের প্রায় ২৫ হাজার 'ভিলেজ রিসোর্স পার্সন'-দের বার্ষিক কাজের দিন (৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৫০-৫৫ দিন করা হয়েছে। এর ফলে, তারা বার্ষিক ১৬ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারবেন।
  - 'সমব্যথী' প্রকল্পে, সারা রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।
  - 'বৈতরণী' প্রকল্পে শ্মশান ও বৈদ্যুতিক চুল্লিগুলির উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- **সংখ্যালঘু উন্নয়ন —**
  - সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ২০১০-১১ সালের ৪৭২ কোটি টাকা থেকে ৮ গুণ বেড়ে ২০১৮-১৯ সালে ৩,২৫৮ কোটি টাকা হয়েছে।
  - বিগত সাড়ে ৭ বছরে, রাজ্যে:
    - ২ কোটি ৩ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ৫২৫৭ কোটি টাকারও বেশি এবং যা দেশের মধ্যে ১ নং।
    - ৮ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু যুবক-যুবতীকে স্বরোজগারের জন্য, ১৩০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে যা দেশের মধ্যে ১ নং
    - উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আসন সংখ্যা না কমিয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১৭% আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
  - স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে, সারা রাজ্যে ৫২৮টি কর্মতীর্থ গড়ে তোলা হচ্ছে।

  - নিউ টাউনে প্রায় ২০ একর জায়গায় প্রায় ২৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ক্যাম্পাস এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হস্টেল।
  - রাজারহাটে ৫ একর জমির উপর প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে ১২ তল বিশিষ্ট তৃতীয় হজ টাওয়ার কমপ্লেক্স মদিনা-তুল-হুজ্জাজ এর। এখানে একসঙ্গে তিন হাজার-এর বেশি হজ-পুণ্যার্থী থাকতে পারবেন।
  - প্রায় সাড়ে চার হাজার কবরস্থানের চারিদিকে পাঁচিল দেওয়া হয়েছে।
- **অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন**
  - অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মিলিত বাজেট বরাদ্দ ২০১০-১১ সালের ৫৬৬.৫০ কোটি টাকা থেকে তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ সালে ১৭৮৫ কোটি টাকা হয়েছে।
  - পৃথক আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর গঠন করা হয়েছে যা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী নিজে দেখছেন।
  - মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ট্রাইবস অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল ও শিডিউল্ড কাস্ট অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিত মিটিং-এর মাধ্যমে আদিবাসী ও তপশিলি জাতির মানুষের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।
  - 'সবুজ সাথী প্রকল্পে ক্লাস এইট থেকে টুয়েলভ এর ছাত্রছাত্রীদের ১ কোটি সাইকেল দেওয়া হচ্ছে।
  - 'সবুজ সাথী' প্রকল্প ইউনাইটেড নেশনস এর সর্বোচ্চ পুরস্কারের জন্য মনোনীত। সারা বিশ্বের ১১৪০ টি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম ৫ টি-র মধ্যে নির্বাচিত।
  - বিগত সাড়ে ৭ বছরে, সারা রাজ্যে ৭০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাশ্রী প্রকল্পে সহায়তা পেয়েছে।
  - এখন, সারা রাজ্যে SC/ST/OBC Certificate প্রদানের বার্ষিক গড় সংখ্যা ৯ লক্ষ, যেখানে ২০১১ সালের আগে এই সংখ্যা ছিল মোটে আড়াই লক্ষ।
  - SC/ST ছাত্র-ছাত্রীদের পেশাদারি ও কারিগরি শিক্ষার জন্য দেশের মধ্যে পড়াশোনার জন্য সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা ও দেশের বাইরে পড়াশোনার জন্য সর্বাধিক ২০ লক্ষ টাকা সহজ কিস্তিতে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি দেশের মধ্যে মডেল।
  - SC/ST ছাত্র-ছাত্রীদের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোচিং দেওয়ার জন্য সারা রাজ্যে ৩৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
  - সারা রাজ্যে, ST বার্ধক্য ভাতার উপভোক্তার সংখ্যা এখন বাড়িয়ে প্রায় দেড় লক্ষ করা হয়েছে।
  - কেন্দু পাতা সংগ্রহকারী দরিদ্র আদিবাসী ও অন্যান্যদের পরিবারের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে West Bengal Kendu Leaves Collectors' SocialSecurityScheme, ২০১৫ চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে, সারা রাজ্যে ৩৫ হাজারেরও বেশি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- এই কর্মসূচিতে,
  - ৬০ বছর বয়স হলে সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে এককালীন দেড় লক্ষ টাকা ও স্বাভাবিক মৃত্যু হলে এককালীন ৫০ হাজার টাকা
  - স্থায়ী অক্ষমতার জন্যে ২৫ হাজার টাকা।
  - মাতৃত্বকালীন সাহায্য হিসাবে ৬ হাজার টাকা
  - অসুস্থতার ক্ষেত্রে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা।
  - পরিবারের সদস্যের মৃত্যু হলে সৎকার বাবদ ৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
  - নমঃশুদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নের জন্য দুটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এই নিয়ে মোট ২২ টি বোর্ড গঠন করা হল।
  - জাহের থানের পাট্টা ও সেগুলির চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া হচ্ছে।
  - রাজবংশী ও কামতাপুরীকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
  - সাঁওতালি ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে WBCS পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অলচিকি লিপিতে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে।
  - রাজবংশি ভাষা আকাদেমি গঠনের পাশাপাশি, রাজবংশি সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
- **জঙ্গলমহল উন্নয়ন —**
  - জঙ্গলমহলে শান্তি বজায় রয়েছে।
  - রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে Jangalmahal Action Plan (JAP) কর্মসূচিতে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার উন্নয়নের কাজ চলছে।
  - জঙ্গলমহল এলাকার প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে ৫০০ কোটি টাকার 'জলতীর্থ' প্রকল্পে চেক ড্যাম ও জল সংরক্ষণের ট্যাঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে।
  - জঙ্গলমহলের ৩৩ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতী Employment Bank- এর মাধ্যমে পুলিশের বিভিন্ন পদে চাকরি পেয়েছেন।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তর জলসংরক্ষণ, সেচ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করছে।

  - পাশাপাশি, লাক্ষা চাষের উৎপাদন বাড়িয়ে এই অঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
  - শিশুদের অপুষ্টির হার কমাতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় Nutrition Rehabilitation Centre নির্মাণের কাজও এই দপ্তর সম্পন্ন করেছে।
- **নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ —**
  - 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পে বার্ষিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে — ফলে, এখন সবাই 'কন্যাশ্রী। সারা রাজ্যে, ৬০ লক্ষেরও বেশি কন্যাশ্রী আছে।
  - কে-১ প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ টাকা করা হয়েছে।
  - কে-৩ প্রকল্পে, ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার জন্য মাসিক ২,৫০০ টাকা এবং কলা/বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনার জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে।
  - 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প বিশ্বের ৬২টি দেশের ৫৫২টি বিভিন্ন প্রকল্পকে পেছনে ফেলে জিতেছে জাতিসংঘের সেরার শিরোপা।
  - এছাড়া, চালু করা হয়েছে নতুন 'রূপশ্রী' ও 'মানবিক প্রকল্প:
    - 'রূপশ্রী' প্রকল্পে, সর্বাধিক দেড় লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ে পরিবারগুলির ১৮ বছর উত্তীর্ণা মেয়ের বিয়ের জন্য ২৫ হাজার টাকার এককালীন অনুদান দেওয়া হচ্ছে।
    - 'মানবিক প্রকল্পে, ২ লক্ষ উপভোক্তাকে মাসিক ১০০০/- টাকা করে প্রতিবন্ধী ভাতা দেওয়া হচ্ছে।
- **খাদ্য সুরক্ষা কর্মসূচি —'খাদ্য সাথী' প্রকল্প —**
  - খাদ্য সাথী প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৯ কোটি মানুষ, ২ টাকা কেজি দরে (অথবা বাজার দরের অর্ধেক দামে) খাদ্যশস্য পাচ্ছেন। এর জন্য সরকারের বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে।
  - সারা রাজ্যে, ডিজিটাল রেশন কার্ডের

কাজ ১০০% সম্পূর্ণ হয়েছে।

- **চা বাগান :- চা বাগানে বসবাসকারী মানুষের কল্যাণে সরকার অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছে -**
  - স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি নীতি নির্ধারণের জন্য 'গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স' গঠন করা হয়েছে।
  - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার জন্য জেলাশাসকদের নেতৃত্বে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।
  - চা বাগান কর্মীদের কল্যাণে ১০০ কোটি টাকার ওয়েলফেয়ার ফান্ড গঠন করা হয়েছে।
  - FAWLOI (Financial Assistance to the Workers in Locked-Out Industrial Units) প্রকল্পের আওতায়, ৪ হাজারেরও বেশি চা শ্রমিক মাসে ১,৫০০/- টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। ২০১১ সালের আগে এই পরিমাণ ছিল মাসে ৫০০/- টাকা।
  - এই প্রকল্পে বিশেষ নীতিগত পরিবর্তন এনে, পূর্বের ১ বছরের পরিবর্তে এখন চা বাগান বন্ধ হওয়ার ৩ মাসের মাথায় সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
  - চা বাগানের কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি সংশোধন ও নির্ধারণের জন্য Minimum Wages Advisory Committee গঠন করা হয়েছে।
  - রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে চা বাগানে কর্মরত দৈনিক মজুরি-ভিত্তিক কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি ২০১১ সালের দৈনিক ৬৭/- টাকা থেকে বেড়ে বর্তমানে দৈনিক ১৭৬/- টাকা করা হয়েছে — যা প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি।
  - রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে চা বাগানে কর্মরত মাসিক ভিত্তির কর্মীদের বেতনক্রম, ন্যূনতম মজুরি সংশোধন ও নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত, অন্তর্বর্তীকালীন ভাবে ১৮% বৃদ্ধি করা হয়েছে।
  - চা বাগান কর্মীদের পরিবার পিছু ২/- টাকা কিলো দরে প্রতি মাসে ৩৫ কিলো খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে।
  - ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের জন্য চা বাগানগুলির শিক্ষা ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস্ মুকুব করা হয়েছে।
  - চা বাগানগুলিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুতের বিল মেটাতে না পারার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সংযোগগুলি পুনরায় চালু করা হয়েছে।
- **শিল্প —**
  - সম্প্রতি, বিপুল সাফল্যের সাথে আয়োজিত হয়েছে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট ২০১৯।
  - এতে অংশগ্রহণ করেছেন ৩৫ টিরও বেশি দেশ তথা ভারতবর্ষ থেকে কয়েক হাজার প্রতিনিধি।
  - অধিবেশন চলাকালীন স্বাক্ষরিত হয়েছে ৮৫টিরও বেশি মউ। এসেছে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ২৮৮ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ প্রস্তাব।
  - ফলে, আগামিদিনে ৮ থেকে ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে চলেছে।
  - এর আগের চারটি সামিট থেকে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছিল যার মধ্যে প্রায় ৫০% রূপায়ণের পথে।
  - তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে, রাজারহাটে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন 'বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি হাব'। বিপুল চাহিদার কারণে প্রথমে বরাদ্দ ১০০ একরের সঙ্গে পরে আরো ১০০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।
  - বড় শিল্পের জন্য ৮টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।
  - ১৬ টি আই টি পার্ক চালু করা হয়েছে।
  - নিউটাউনে গড়ে তোলা হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ 'বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার।
  - তাজপুরে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি নতুন গভীর সমুদ্র বন্দর।
  - অমৃতসর-দিল্লি-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর প্রকল্পের আওতায়, রঘুনাথপুরে ২৬০০ একরের ওপর একটি সুসংহত উৎপাদন ও শিল্পের ক্লাস্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি বাস্তবায়িত হলে, প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।
  - গঙ্গাসাগরে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন গভীর সমুদ্র বন্দর — 'ভোর সাগর।
  - বানতলা লেদার কমপ্লেক্সকে বিশ্বের সবথেকে বড় লেদার কমপ্লেক্স হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের রাজ্য ছাড়াও বাইরের অন্যান্য রাজ্য থেকেও চর্ম ব্যবসায়ীরাও এখানে আসছেন। ইতিমধ্যেই কানপুর ও চেন্নাই-এর অনেক চর্ম ব্যবসায়ীকে এখানে জমি দেওয়া হয়েছে। আরও অনেককে দেওয়া হবে।
  - ২০১৮ সালে পাহাড়ে প্রথমবারের মতো সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম হিল বিজনেস সামিট।
  - বীরভূম জেলার দেওচা-পাঁচামি ও দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিংঘা এলাকায় দেশের সর্ববৃহৎ কয়লা খনি গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে, আগামী দিনে এখানে প্রচুর যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। এই সুবৃহৎ প্রকল্পটি, বীরভূম জেলা তথা রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।
  - ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট শিল্পে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানে বাংলা দেশের সেরা।
- **পূর্ত ও পরিবহণ —**
  - বাজেট বরাদ্দের বাইরে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং উড়ালপুল, পানীয় জল, সড়ক ও সেতু নির্মাণ ও আরো অনেক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
  - হাতে নেওয়া হয়েছে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকার পূর্ব মেদিনীপুরের মেছোগ্রাম থেকে মুর্শিদাবাদের মোড়গ্রাম পর্যন্ত প্রায় ২৭০ কিমি North-SouthRoad Corridor উন্নয়নের কাজ। এটি সম্পূর্ণ হলে, উত্তরবঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে NH-34 ছাড়াও অন্য একটি বিকল্প সড়ক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।
  - ভুটান-বাংলাদেশ সংযোগকারী এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ (Asian Highway 48) গড়ে তোলা হচ্ছে। **আটের পাতায়**

নির্বাচনী ইস্তাহার সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গে সুশাসনের নজির

সাতের পাতার পর

- নেপাল-বাংলাদেশ সংযোগকারী এশিয়ান হাইওয়ে (AsianHighway-2) গড়ে তোলা হচ্ছে। কেশিয়াড়ি ও নয়াগ্রাম ব্লকে খড়গপুর-কেশিয়াড়ি রাস্তা ও নয়াগ্রাম-ধূমসাই রাস্তার মাঝে সুবর্ণরেখা নদীর উপর ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'জঙ্গলকন্যা' সেতু গড়ে তোলা হয়েছে।
- আমকলাতে কংসাবতী নদীর ওপর 'লালগড়' সেতু গড়ে তোলা হয়েছে।
- কলকাতাতে আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টার 'সৌজন্য, ওপেন এয়ার থিয়েটার 'উত্তীর্ণ' চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ২৪০০ আসন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রেক্ষাগৃহ 'ধনধান্য' নির্মাণ-এর কাজ চলছে।
- অন্ডালে কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে উড়ান চালু হয়েছে। এটি হল আমাদের দেশের সর্বপ্রথম বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত Greenfield Airport।
- পানাগড়ে ৬-লেন বাইপাস নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রায় ২২৫ কোটি টাকা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে নামখানার কাছে NH-117 জাতীয় সড়কে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতু।
- গড়ে তোলা হয়েছে বাটানগর-জিঞ্জিরাবাজার সম্প্রীতি উড়ালপুল এবং গার্ডেনরিচ ও কামালগাজি উড়ালপুল
- গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন মাঝেরহাট উড়ালপুল।
- মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর একটি লোহার ব্রিজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- হাতে নেওয়া হয়েছে 'Safe Drive Save Life' কর্মসূচি। ফলে, উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে দুর্ঘটনা এবং হতাহতের সংখ্যা।
- 'গতিধারা' প্রকল্পে সারা রাজ্যে ২৪ হাজারেরও বেশি যুবক-যুবতী গাড়ি কেনার ঋণ পেয়ে আত্মনির্ভর হয়েছেন।
- অসংখ্য নতুন বাস, ইলেকট্রিক বাস, জলযান, মহিলাদের দ্বারা চালিত পিঙ্ক ট্যাক্সি চালু করা হয়েছে।

- **বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি —**
  - রাজ্যে লোডশেডিং এখন ইতিহাস।
  - প্রায় ১০০ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে।
  - ২০১১ সালে রাজ্যে যেখানে মাত্র ২ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। এখন সেখানে প্রায় ১৩০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আগামী এক বছরের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও প্রায় ১০০ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পাবে।
  - রাজ্যের প্রায় দেড় হাজার স্কুলের প্রত্যেকটিতে ১০ কিলোওয়াট করে সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে।
  - দিঘার কাছে দাদনপাত্রবাড়ে ২০০ ওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার ট্রি বসানোর কাজ চলছে।
- **সেচ -**
  - নিম্ন দামোদর অববাহিকা (Lower Damodar Basin)-এর সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজতে হাতে নেওয়া হয়েছে ২৭৬৮ কোটি টাকার একটি বৃহৎ প্রকল্প। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া — এই ৪টি জেলার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
  - আরামবাগ মহকুমায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ৪০ কোটি টাকার আরামবাগ মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ৫৪ কিমি খাল সংস্কার করা হবে। এই প্রকল্প রূপায়ণ হলে আরামবাগ, খানাকুল-১ ও খানাকুল-২ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা উপকৃত হবে।
  - প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে কেলেঘাই-কপালেশ্বরী-বাগাই খাল সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার ১৪টি ব্লকের প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।
  - ৪৩৪ কোটি টাকার কান্দি মাস্টার প্ল্যান প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার দিকে। এটি সম্পূর্ণ হলে কান্দি এলাকা সহ জেলার প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
  - পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' তৈরি হয়েছে। এটি রূপায়িত হলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর বন্যার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।
  - প্রায় ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মেদিনীপুর প্রধান খাল সংস্কারের কাজ চলছে।
- **জনস্বাস্থ্য কারিগরি —**
  - রাজ্যের প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ চলছে। গত সাড়ে সাত বছরে এই উদ্দেশ্যে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
  - ২০১১ সালের মে মাসে মাত্র ৩৮% মানুষ নলবাহিত পানীয় জল পেত, যা ইতিমধ্যেই বেড়ে ৬০% হয়েছে। চলতি কাজগুলি শেষ হলে প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ নলবাহিত বিশুদ্ধ পানীয় জল পাবে।
  - রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বাঁকুড়া জেলার প্রায় ১৬ লক্ষ আর্সেনিক ও অন্যান্য ধরনের দূষণ প্রভাবিত মানুষের কাছে নলবাহিত নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দিতে প্রায় ২৩০০ কোটি টাকার রাজ্যের বৃহত্তম পানীয় জল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে (West Bengal Drinking Water Sector Improvement Project)।
  - প্রকল্পটির মাধ্যমে এই সমস্ত অঞ্চলে রাতদিন ২৪ ঘণ্টা দৈনিক মাথাপিছু ৭০ লিটার নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে।
  - সম্পূর্ণ প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণ করা হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে।
  - ফলে প্রভূত উন্নত হবে জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পানীয় জল সরবরাহ পরিকাঠামো।
  - হাতে নেওয়া হয়েছে প্রায় ১২০০ কোটি টাকার 'জাইকা জল প্রকল্পের কাজ। এটি রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প। এর ফলে, পুরুলিয়া জেলার ৯টি ব্লকের ৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।
  - হাতে নেওয়া হয়েছে ফলতামথুরাপুর অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য প্রায় ১৩৩৩ কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্প।
- **বন ও পর্যটন —**
  - 'সবুজশ্রী' প্রকল্পে, সারা রাজ্যে ২৪ লক্ষ সদ্যোজাত শিশুকে মূল্যবান গাছের চারা দেওয়া হয়েছে।
  - সারা রাজ্য জুড়ে হোম-স্টে টুরিজমের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের উপার্জনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার একটি নীতি প্রণয়ন করেছে এবং হোম স্টেগুলিকে স্পেশাল ইন্সেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে।
  - পর্যটন দপ্তরের টুরিস্ট লজগুলিকে নবরূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।
  - পাহাড় থেকে সাগর — নতুন নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও আরো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার কাজ চলছে।
  - গজোলডোবায় গড়ে তোলা হয়েছে ইকো-টুরিজম প্রকল্প - "ভোরের আলো"।
  - দার্জিলিং যাবার পথে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী পার্ক — 'বেঙ্গল সাফারি' গড়ে তোলা হয়েছে।
  - ঝড়খালিতে বিশ্বের প্রথম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্যে চিড়িয়াখানা 'ব্যাঘ্র সুন্দরী এবং একটি ইকো টুরিজম প্রকল্প 'ঝড়' গড়ে তোলা হয়েছে।
  - কাঁথি থেকে দিঘা পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ গড়ে তোলা হচ্ছে।
  - বোলপুরের 'রাঙা বিতান' পর্যটন কেন্দ্র সমস্ত সুবিধা সহ ১০টি কটেজ নির্মাণ করা হয়েছে।
  - গড়ে তোলা হয়েছে বক্রেশ্বরে টুরিস্ট রিসর্ট
  - তারাপীঠ মন্দির, পাথরচাপুড়ির দাতা বাবা (সাহেব)-এর মাজার ইত্যাদির উন্নয়ন করা হয়েছে।

- প্রায় ১৪ কোটি টাকায়, বোলপুরে খোয়াইয়ে ধারে গড়ে তোলা হচ্ছে 'বাউল বিতান'।
- কংকালীতলা মন্দির ও তার আশপাশের অঞ্চলের উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- বলাগড়ে সবুজদ্বীপ ইকো-টুরিজম প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে।
- ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির সংস্কার সহ একাধিক কটেজ তৈরি করা হয়েছে।
- সাগরে 'ঢেউ সাগর' ও 'রূপ সাগর' নামে ২টি সমুদ্র সৈকতকে বিশ্বমানের পর্যটনস্থল হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।
- তারকেশ্বর, তারাপীঠ-রামপুরহাট, বক্রেশ্বর, ফুরফুরা শরিফ এবং পাথরচাপুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ জোর কদমে চলছে।
- দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের আলোকসজ্জা করা হয়েছে। এখানে গড়ে তোলা হয়েছে দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমণি স্কাইওয়াক।

- **শ্রম —**
  - রাজ্যের অসংগঠিত শিল্প ও স্বনিযুক্তি ক্ষেত্রে (যেমন কৃষি, নির্মাণ শিল্প, পরিবহণ, বিড়ি তৈরি ইত্যাদি)-র সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা দিতে চালু করা হয়েছে নতুন 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'।
  - এই যোজনায় নথিভুক্ত শ্রমিক মাসিক ২৫ টাকা জমা দিলে, রাজ্য সরকার তার সঙ্গে আরও ৩০ টাকা যোগ করে তার খাতায় জমা করবে। রাজ্য সরকার, এই জমা টাকার ওপর নির্ধারিত হারে বার্ষিক সুদও দেবে।
  - এই যোজনায় নথিভুক্ত উপভোক্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য রয়েছে একাধিক সুযোগ সুবিধা :
    - ৬০ বছর বয়স হলে বা তার আগে মারা গেলে সমস্ত জমা টাকা সুদ সহ ফেরত।
    - স্বাভাবিক মৃত্যু হলে ৫০ হাজার টাকা ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ।
    - অঙ্গহানি হলে ৫০ হাজার থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ।
    - চিকিৎসার জন্য বার্ষিক ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং অস্ত্রোপচারের জন্য বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য।
    - সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৪ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাতা।
    - ২ জন পর্যন্ত কন্যা সন্তান অবিবাহিতা থেকে স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করলে, ২৫ হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান।
  - এই যোজনায়, সারা রাজ্যে ৯২ লক্ষেরও বেশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক নথিভুক্ত হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত, প্রায় ২৪ লক্ষ উপভোক্তা, ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি সহায়তা পেয়েছেন। এটি সম্প্রতি চালু হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন প্রকল্প থেকে অনেক ভালো।
  - বিগত সাড়ে ৭ বছরে, রাজ্যে ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।
  - এই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ১৪৪ কোটি শ্রমদিবস। এর ফলশ্রুতি হিসাবে, বিগত ৩ বছরে, রাজ্যে বেকারত্বের হার কমেছে প্রায় ৪০%।
  - রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক/ক্যাজুয়াল/দৈনিক মজুরির কর্মীদের কাজের সুরক্ষা দিতে তাদের চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- **তথ্য ও সংস্কৃতি —**
  - সারা রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ লোকশিল্পী লোকপ্রসার প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এরা মাসিক পেনশন/রিটেনার ফি পাচ্ছেন।
  - সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য হেলথ ইনস্যুরেন্স স্কিম 'মাভৈ' চালু করা হয়েছে।
  - সম্প্রতি রাজ্যের বর্ষীয়ান সাংবাদিকদের জন্য চালু করা হয়েছে নতুন পেনশন স্কিম।
- **আবাসন —**
  - কর্মরতা মহিলাদের জন্য কলকাতাতে ৫টি হস্টেল গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে কর্মাঞ্জলি।
  - রোগীর আত্মীয়-পরিজনের রাত্রিবাসের সুবিধার্থে কলকাতা জেলার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে একটি করে নাইট শেল্টার' গড়ে তোলা হয়েছে, এছাড়াও কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে অপর একটি 'নাইট শেল্টার' গড়ার কাজ বর্তমানে চলছে।
  - হাতে নেওয়া হয়েছে রানিগঞ্জ কয়লা খনি এলাকার ধসপ্রবণ দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৪৫ হাজার মানুষের পুনর্বাসনের জন্য জামুড়িয়ায় আবাসন তৈরির একটি বৃহৎ প্রকল্প।
  - ৬৮টি 'পথসাথী' চালু করা হয়েছে। ক্যানিং ২ এবং সাগরে আরো ২টি পথসাথীর নির্মাণ কাজ চলছে।
- **ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ —**
  - নিয়মিত ভাবে আয়োজিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গ উৎসব, 'জঙ্গলমহল কাপ, রাঙামাটি ক্রীড়া উৎসব, সুন্দরবন কাপ, কোচবিহার কাপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, হিমল তরাই ডুয়ার্স ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
  - জলপাইগুড়ির 'বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন' নবরূপে গড়ে তোলা হয়েছে।
  - সম্পূর্ণরূপে সংস্কারিত বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনূর্ধ্ব -১৭ ফিফা বিশ্বকাপের সফল আয়োজন করা হয়েছে। একই স্থানে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল-সহ আন্তর্জাতিক মানের ১১টি ম্যাচ আয়োজনের নজির ক্রীড়া ইতিহাসে অভূতপূর্ব।
  - AIFF-এর সহযোগিতায়, রাজারহাটে গড়ে তোলা হচ্ছে ফুটবলের National Centre of Excellence।
  - বারাসত স্টেডিয়াম সংস্কারের জন্য ৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।
  - নবরূপে গড়ে তোলা হয়েছে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম ও ঝাড়গ্রাম স্পোর্টস আকাদেমি।
- **আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক সংস্কার -**
  - জঙ্গলমহল ও পাহাড় সহ সারা রাজ্যে বিরাজ করছে শান্তি ও স্থিতি।
  - কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে শান্তি শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহ বজায় রয়েছে।
  - নতুন বারাসত ও বসিরহাট পুলিশ জেলা গঠন করা হয়েছে।
  - গঠন করা হয়েছে নতুন আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা।
  - গঠন করা হয়েছে নতুন মালদহ ও মেদিনীপুর বিভাগ।
  - গঠন করা হয়েছে নতুন মিরিক, মানবাজার ও ঝালদা মহকুমা।
  - গঠন করা হয়েছে নতুন কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার ও বারুইপুর পুলিশ জেলা।
  - গঠন করা হয়েছে বিধাননগর, বারাকপুর, চন্দননগর, হাওড়া, শিলিগুড়ি ও আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট।
  - সারা রাজ্যে গড়ে তোলা হয়েছে ১২৮টি নতুন পুলিশ স্টেশন।
  - সাইবার অপরাধ রোধ করার জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ২৫ টি সাইবার থানা গড়ে তোলা হচ্ছে।
  - বারুইপুরে গড়ে তোলা হয়েছে একটি নতুন সংশোধনাগার।

দেশকে রক্ষা করব : মমতা

ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে

রানার চক্রবর্তী

ধর্মের নামে সারা দেশে বিদ্বেষের রাজনীতির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দেশকে তিনি চেনেন না। ভারতবর্ষ এমন হতে পারে না। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার ছড়ালেও কিছু যায় আসে না। কারণ, তিনি জ্ঞানত অন্যায় করেন নি। মানুষের জন্য বরাবর কাজ করে যাবেন। তাঁর আবেদন, বিশ্বাস হারাবেন না। বরানগরের আলমবাজারে নামপ্রেমী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত মহামিলন মঠে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, "ধর্ম মানে ধর্মান্ধতা নয়। ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। মানুষের জন্য কাজ করাই ধর্ম। আমার উপর বিশ্বাস হারাবেন না। জীবনে জেনে শুনে কোনও অন্যায় করিনি। এই মানুষটি যতদিন বাঁচবে, মা-মাটি-মানুষ, বাংলা ও দেশকে রক্ষা করবে। কে কী কুৎসা, অপপ্রচার করল, কিছু যায়-আসে না।"

দেশে যেভাবে ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব ছড়ানো হচ্ছে, তার প্রতিবাদ আগেও করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী। সাধারণ মানুষের স্বার্থে তিনি সোচ্চার থাকবেন। পুরীতে তাঁকে কীভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল তার উল্লেখ করেন। বলেন, "এটা বিদ্বেষ, ঘৃণা। এই ধর্ম ভারতের মুনি ঋষিরা প্রচার করেননি। একে অপরের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, জাতের নামে বজ্জাতি করে যাঁরা তাঁদের ঘৃণা করি। আসল ধর্ম বিদ্বেষ শেখায় না, আগুন জ্বালাতে শেখায় না। বাবা-মায়েরা যা শিখিয়েছেন ওইটুকু শিখলেই ধর্ম কী বোঝা যায়।" মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ, আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা যা শিখিয়েছিলেন তা ধরে রাখতে পারব তো? দেশ টুকরো হয়ে যাবে না তো? কেউ কিছু বললেই বলছে, তুমি পাকিস্তানি, আমি সাচ্চাস্থানি। তাঁর কথায়, "মাঝে মাঝে মনে হয় এই রাজনীতির প্রয়োজন ছিল না। এই দেশটাকে তো চিনি না। এই দেশে তো জন্ম নিইনি। ধর্ম মানে মানবিকতা। এটাই সত্য। সত্যম শিবম সুন্দরম।" মহামিলন মঠে যুগাবতার ওঙ্কারনাথদেবের গুরু দাশরথিদেব যোগেশ্বরের ১৩৮তম আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়েছে। অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের বর্তমান সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠঠল রামানুজের জন্মদিনও পালিত হয়েছে আগে। সেই উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রীর সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। তিনি আহ্বান করেন, "সবাইকে নিয়ে চলুন। কখনও মনে করলেই ডাকবেন। কোনও চেয়ারের জন্য ডাকবেন না, পরিবারের একজন মনে করে ডাকবেন। এ মাটির মেয়ে হিসাবে, ঘরের মেয়ের মতোই থাকতে চাই। জীবনে অন্যায় করতে চাই নি। না জেনে কিছু করেছি কি না জানি না। জেনেবুঝে কোনও অন্যায় করিনি। মানুষের জন্য কাজ করাটা আমার সদিচ্ছা। তাই সারা জীবন অনেক অত্যাচার সহ্য করেও অনেক মার খেয়েও আজও এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। কখনও বিশ্বাস হারাবেন না। মনে রাখবেন, এই মানুষটি যতদিন থাকবে মা-মাটি-মানুষের জন্য, বাংলা ও সারা দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে যাবে। কে কী বলল, কে কী কুৎসা, অপপ্রচার করল তাতে কিছু যায়-আসে না। ছোটবেলায় এগুলোতে দুঃখ পেতাম। এখন এগুলোর ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছি। কেউ কিছু বললে মনে হয়, ঈশ্বর, আল্লা ওঁকে ক্ষমা করো।" অনুষ্ঠানে ছিলেন ওঙ্কারনাথ-শিষ্য পূর্ণদাস বাউল, সুব্রত রায়চৌধুরি ছাড়াও সৌগত রায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তাপস রায়, মদন মিত্র প্রমুখ।

বরানগরের আলমবাজারে নামপ্রেমী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত মহামিলন মঠে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দুই তারকা। নবান্নে শাহরুখ খান ও কমল হাসন।

উন্নয়নের বার্তায় প্রচার জমজমাট

হিয়া রায়

শহর থেকে শহর কলকাতা। গ্রাম থেকে জেলা। রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দেওয়াল লিখন, বাড়ি বাড়ি প্রচার, মিছিল, পথসভা, সমাবেশ— সবই চলছে সমানভাবে। বাংলার মানুষ পূর্ণ আস্থা জানাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে।

বিয়াল্লিশে ৪২। তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য এবার এটাই। বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের সবক'টিতে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দল। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। এবং প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হওয়ার পর প্রার্থী, নেতা, কর্মীরা প্রচার শুরু করে দেন। এখানে উল্লেখ্য, বিরোধীরা এখনও প্রার্থীই জোগাড় করে উঠতে পারেনি। ফলত, প্রচার কর্মসূচিতে বিরোধীদের থেকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। উত্তর থেকে দক্ষিণ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখছেন। সেইসঙ্গে চলছে কর্মিসভা। প্রার্থীরা সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়াফুল চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন রাখছেন। প্রচার কর্মসূচিতে বাংলার মানুষের বিপুল সাড়া পাচ্ছেন দলীয় প্রার্থীরা। বাংলার মানুষ স্পষ্ট জানাচ্ছেন, তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে আছেন।

একদিকে যেমন পথসভা, মিছিল, রোড শো চলছে। তেমনই অন্যদিকে প্রার্থীর

সমর্থনে বড় সমাবেশও হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনে দলীয় ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেসের স্পষ্ট বক্তব্য, দেশ সবার আগে। তাই বিভাজনের রাজনীতি করা বিজেপি ও মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া মোদি সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, সংবিধানকে রক্ষা করা, দেশের মানুষ যাতে ভাল থাকেন সেটাই লক্ষ্য তৃণমূল কংগ্রেসের।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার সভা করছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, অনুব্রত মণ্ডল, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মলয় ঘটক, সুখেন্দুশেখর রায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা প্রমুখ। সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার, মহুয়া মৈত্র, মানস ভুঁইয়া, দীপক অধিকারী (দেব), মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহান লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁরাও তাঁদের প্রচার কর্মসূচি সেরে অন্য এলাকায় সময় দিচ্ছেন। সেইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ, রাজ্যের মন্ত্রী, কাউন্সিলর, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা প্রচার কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের কাছে দু'টি বিষয় তুলে ধরছে। একদিকে সাড়ে সাত বছরে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচি তুলে ধরা হচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরা হচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকার যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, তার একটিও পূরণ করতে পারেনি। পাশাপাশি একের পর এক জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। মানুষ বিজেপির সরকারের হাত থেকে মুক্তি চাইছে। আর এখানেই তৃণমূল কংগ্রেসের স্পষ্ট বক্তব্য, লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিজেপিকে ভোটেই জবাব দেবে মানুষ : মমতা

একের পাতার পর

নারীদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে আমরা বিশেষ নজর দেব। তৃণমূল কংগ্রেস এমন একমাত্র রাজনৈতিক দল, যারা সংরক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও ৪১ শতাংশ মহিলা প্রার্থী দিয়েছে। আগেরবারও ৩৫ শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল। পঞ্চায়েতেও ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ করে দিয়েছি। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও বাড়ির মহিলার নামে যাবে। আমরা কন্যাশ্রী করেছি, রূপশ্রী করেছি। সুতরাং নারীদের ক্ষমতার দিকে আমরা বিশেষ নজর দেব।

জিএসটি যখন প্রথম হয়, একটা অন্য ভাবনা নিয়ে হয়েছিল। কিন্তু পরে যেভাবে জিএসটি প্রয়োগ হয় তা কোনও উপকার হয়নি। আমাদের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিছুটা করতে পেরেছে। কিছু কাজ না বলে গায়ের জোরে এমনভাবে জিএসটি করা হয়েছে যে দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ করে দিয়েছে। একদিকে নোটবন্দি আর অন্যদিকে জিএসটির জন্য দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। যদি জিএসটি ঠিক হয়, তবে আমরা দেখব। না হলে বদলাব। আমরা রিভিউ করব। যদি মনে করি এর দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল হবে, তবেই একে রাখব। না হলে থাকবে না। এক্সপার্ট কমিটিকে দিয়ে রিভিউ করা হবে। গরিব মানুষকে ন্যায্য অধিকার দেওয়া ও বাঁচার অধিকার দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্যখাতে আমরা বিনামূল্যে পরিষেবা দিই। শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। আইসিডিএস, আশাকর্মীদের বেতন বাড়িয়েছি। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলেও এই নিয়ে কাজ হবে।

১০০ দিনের কাজ যারা করে তারা গরিব লোক। মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের বড় জায়গা। ৬ হাজার মতো ইনকাম করতে পারে। এই ১০০ দিনের কাজটা আমরা ২০০ দিন করতে বলছি। তাদের মজুরি এখন রোজ ১৯১ টাকা। সেটাকেও দ্বিগুণ করতে বলছি। সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে এটা চলে যাবে। তবে পরিবারের আয় বাড়বে। আর তারা যাতে ১৫ দিনের মধ্যে টাকাটা পায়, সেটাও দেখা হবে। বহু জেলায় এখনও ব্যাঙ্ক নেই। ডিজিটাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে। ব্যাঙ্ক না থাকলে হবে কী করে? টাকা কোন অ্যাকাউন্টে রাখবে। মানুষকে বিব্রত করছে এই টাকার জন্য।

খুব দুঃখিত আরও একটা বিষয়ে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন আন্দোলন করেছিলেন, জয়হিন্দ স্লোগান দিয়েছিলেন। এটা আমাদের গর্ব। বন্দেমাতরম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্লোগান। এটা আমরা বলি। সেই নেতাজির চিন্তাধারাতেই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি হয়। সেই তিনিই তৈরি করেছিলেন প্ল্যানিং কমিশন। মোদি সরকার ক্ষমতায় এসে তুঘলকি কায়দায় প্ল্যানিং কমিশনটাকে তুলে দিল। নীতি আয়োগ করল। কীসের নীতি কে জানে? না আছে নীতি, না আছে আয়োগ। না আছে উদ্যোগ। আগে প্ল্যানিং কমিশন আমাদের ডাকত। যেতাম। কোথায় খরচ করা দরকার, কোথায় কোন কাজ করার দরকার জানতে চাইত। রাজ্যগুলোর সঙ্গে বসে ভাল করে পরিকল্পনা করত। হঠাৎ প্ল্যানিং কমিশন তুলে দেওয়া হল। নিজের সরকারের কয়েকজন লোককে দিয়ে করে দিল। এখন কিস্যু হয় না ভাষণ ছাড়া। রাজ্যের কথা বলার জায়গা নেই। ফেডারেল স্ট্রাকচার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। একেবারে ধ্বংসাত্মক। আমরা প্ল্যানিং কমিশন নতুন করে ফিরিয়ে আনব। যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোয় তাকে যারা আমরা আরও কার্যকর করতে পারি, উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করতে পারে সেটা দেখতে হবে। নরেন্দ্র মোদি সরকার বিদায় নিলেই নোটবন্দি, প্ল্যানিং কমিশন, জিএসটি নিয়ে আবার কাজ করতে হবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাজ করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিজ্ঞান গবেষণা দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলে। এগুলোকে আমরা গুরুত্ব দেব। অর্থনৈতিক ভাবধারায় যাতে কাজ করা যায়। যেসব প্রকল্প আমাদের চলছে যেমন আদিবাসী পেনশন, সংখ্যালঘু স্কলারশিপ, সবুজসাথী, দার্জিলিং, জঙ্গলমহলের সমস্ত সামাজিক প্রকল্পকে আমরা যাতে দেশের কাজে লাগাতে পারি সেটা দেখব। যারা এখানে ধর্ম ধর্ম করে, বলে এখানে দুর্গাপুজো হয় কি না, তাদের বলি রাজ্যে লক্ষাধিক পুজো হয়। সরস্বতী পুজো হয় কি না জিজ্ঞাসা করে। বলে পুজো নাকি করা যায় না। ৯ কোটি লোক হলে ৮ কোটি মানুষের বাড়িতে পুজো হয়। যে ধর্মই হোক, তাদের প্রত্যেকের ধর্ম সসম্মানে পালিত হয়। বহু কর্মসংস্থান হয়েছে, বেতন বেড়েছে। তাই ফেডারেল স্ট্রাকচারকে শক্তিশালী করতে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করতে আমরা সচেষ্ট হব। আরবিআই থেকে সিবিআই প্রধান কর্তারা পদত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।

যা হচ্ছে তার পুরোটাই ওই দু'জনের নীতি। তারা দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সিনিয়র নেতা লালকৃষ্ণ আদবানিকে অসম্মান করেছে। মুরলিমনোহর যোশীকে অসম্মান করেছে। কী ব্যবহার করল তাঁদের সঙ্গে এই বয়সে। আমরা সবাইকে সম্মান করি। আদবানিজির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ আছে। সিনিয়র নেতা তিনি। আদবানিজি আর যোশীজির জন্য আমরা সমবেদনা জানাই। ওই দলে এখন দু'জনের কথাই শেষ, এটা অত্যন্ত খারাপ। এই দু'জন হচ্ছে চৌকিদার। বাকিরা এই দুই চৌকিদারকে ফলো করে বেড়াচ্ছে। কংগ্রেসের স্লোগান এটা। কিন্তু এটা সত্যি। আমি সত্যিকারের চৌকিদারকে সম্মান করি। তাঁরা তাঁদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধ। কিন্তু ইনি হচ্ছেন রাজনৈতিক চৌকিদার। দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। সব প্রতিষ্ঠানকে শেষ করে দিচ্ছে।

আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের সম্মান করি। কিন্তু এটা কী হল? স্পেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে তাদের ক্ষমতার কথা ডিআরডিও ২০১০ সালেই জানিয়েছিল। এটা আজ নতুন করে কিছু হয়নি। এটা কনটিনিউয়াস প্রসেস। বলা যায় এটা ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে শুরু হয়েছিল। যখন প্রথম দেশের মহাকাশচারী হিসাবে রাকেশ শর্মা গিয়েছিলেন। ইন্দিরাজি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভারতকে কেমন দেখাচ্ছে রাকেশ? রাকেশ বলেছিলেন, 'সারে যাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দোস্তা হামারা'। আমাদের সব মনে আছে। এখন মোদির কী দরকার পড়ল নির্বাচনের সময় এটা ঘোষণা করার? এটা তো নির্বাচনী বিধিভঙ্গ। এটা কি মোদির ক্রেডিট? তিনি কি স্পেসে গিয়েছিলেন? কোনও রিসার্চ করেছেন নাকি? তা হলে এই পাবলিসিটি করার কী দরকার? আরেকজন আছেন অর্থমন্ত্রী। আয়ারাম-গয়ারাম। রিলে রেসের মতো হচ্ছে। যখন যাওয়ার সময় যাবেন। জিএসটির জন্য তিনি কী করেছেন? বোকার মতো বলছেন। আমার নাম করে বলছেন আমি নাকি নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছি। মিথ্যা কথা। আমি কিছুই বলিনি। চৌকিদারকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছে। আমরা কখনও দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আপস করিনি। সবসময় এই ক্ষেত্রে দেশের পাশে থেকেছি।

একজনকে বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের জন্য পাঠানো হল। কে তিনি? আর কে মিশ্র। আরএসএসের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। বিএসএফের প্রাক্তন ডিজি হিসাবে সেনার পোশাক পরে গিয়েছিলেন। আর এখন স্পেশাল অবজার্ভার হয়ে গেলেন। কেন? এটা কি গণতন্ত্র? এটা কি উচিত হল? একজন মহিলাকে মালদহে পাঠানো হল। অবসরপ্রাপ্ত। অথচ তাঁকে পাঠানো হল। এরা সব আসছে আর বিজেপির হয়ে কাজ করছে। বিজেপিকে ব্রিফ করছে। আরএসএসের হয়ে নেমে পড়লেন? খাকি পোশাক পরে? আমি খাকি পোশাককে সম্মান করি। নির্বাচন কমিশনকে বলেছি এটা খুঁজে বের করুন। বিজেপি ভুল বোঝাচ্ছে। বাংলাকে অসম্মান করছে। গণতন্ত্রের কোনও দাম নেই। দেশের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে।

৩১ তারিখ ভাইজ্যাগ যাচ্ছি। চন্দ্রবাবু নায়ডুর ডাকে। পরদিন ফিরব। অসম যাব। বাংলার প্রচার আছে। ৪ এপ্রিল থেকে ১৭ মে পর্যন্ত। মোবাইলেও ভাষণ দেব। অনেক জায়গায় চাইছে আমি যাই। আমি নরেন্দ্র মোদি নই। দূরদর্শনে ভাষণ দিতে পারব না। মোবাইলে দেব। আমার মোবাইলেও আড়ি পাতা হয়। প্রমাণ আছে। স্বাধীনতা নেই। বড় বড় মানুষ স্ক্যানারে রয়েছে। ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমি নিশ্চিত, আবার নাটক করবে। আবার স্ট্রাইক করবে। দেশের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে। 'মন কি বাত' তো শেষ। এবার সময় চলে যাচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী আবার বোকার মতো বলছেন। আমার নাম করে বলছেন আমি নাকি নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছি। মিথ্যা কথা। আমি কিছুই বলিনি। চৌকিদারকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছে। আমরা কখনও দেশের নিরাপত্তা নিয়ে আপস করিনি। সবসময় এই ক্ষেত্রে দেশের পাশে থেকেছি। বিজ্ঞানীদের নিয়ে আমাদের গর্ব হয়। মোদির ক্রেডিট নয় এটা। আমরা চৌকিদারদের থেকে জ্ঞান শুনব না। তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। উনি তো কারও সামনে আসেন না। আসতে বলুন। আমার সঙ্গে বসুন। আমায় তো পছন্দ নয়। বিরোধীদের মধ্যে থেকে কারও সঙ্গে বলুন বসতে। হোক বিতর্ক।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেউ না পারলে আমায় বলুন। ওখানে গিয়ে থাকব ১৫ দিন। মানুষের সঙ্গে কথা বলব। দেখব ওরা কী চায়। দার্জিলিং, জঙ্গলমহল শান্ত করতে পারলে ওটাও হবে। পৃথিবীতে হয় না এমন কিছু নেই। আমি কান্দাহারে বিমান অপহরণের সময় বলেছিলাম আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। দেশের মানুষ আমার কাছে আগে।

বিজেপি এবার বেশি আসনও পাবে না। খুব বেশি হলে ১৩৫টা। একটা সার্ভে এই কথা জানিয়েছে। আমি বলছি না। ওরা এবার কোনওভাবেই বেশি পাবে না। মানুষ ওদের চিনে গিয়েছে। ভোটে জবাব দেবে।

বিয়াল্লিশে ৪২

আমার আপনার বাংলার

লোকসভা ভোটে

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের

বিপুল ভোটে জয়ী করুন

সম্পাদক : **পার্থ চট্টোপাধ্যায়।** বর্ষ ১৫, সংখ্যা ২০। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯
ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২

Editor : **Partha Chattopadhyay.** Year 15, Volume 20. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039
Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382.